শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ

আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধঃ

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-বিরচিত

দ্বিতীয়ং সংস্করণং
৪৬২ শ্রীচৈতন্যাব্দঃ
শ্রীহরিদাস দাসেন প্রকাশিতঃ
শ্রীনবদ্বীপ 'হরিবোল কুটিরতঃ'

[ভৈক্ষ্যমাণকদ্বদশকম্]

"শ্রীরাধারমণ-প্রেস"
৭-এ, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা,
শ্রীরণেশ্বর দাস অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। শ্রীপাদের ইতিবৃত্ত, গ্রন্থ-রচনার কৌশল ও বক্তব্য ইত্যাদি প্রথমবারেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া কাগজের দুর্ভিক্ষ-নিবন্ধন এইবারে সংযোজিত হইলনা। তবে পূর্ব্ব সংস্করণের ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার আনন্দি-সম্বন্ধে সঠিক খবর না দিলেও কিন্তু সম্প্রতি অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে তিনি **'শীঘ্রবোধ'** নামে এক ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন *। এই ব্যাকরণটি কারিকাময় এবং সর্ব্বত্র শ্রীভগবৎপক্ষে, বিশেষতঃ **শ্রীগৌরাঙ্গপক্ষেই** উদাহরণমালা দেওয়া হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৬৪০ শকাব্দ, সুতরাং এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতটীকাকৃৎ সপ্তদশ শকাব্দার শ্রীগৌর-ভক্ত মহাজন। সহৃদয় পাঠকগণের কৌতূহল-নিরাকরণ জন্য ঐ ব্যাকরণের কয়েকটী কারিকা উদ্ধার করিতেছি—

প্রারম্ভ—প্রণিপত্য হরেঃ কোপি গৌরাঙ্গস্য পদাম্বুজং।

শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং করোতি কারিকাময়ম্॥ ১।১

আখ্যাতপ্রকরণে—বর্ত্তমানা অতীতা যা ভাবিন্যো যত আসতে।

তিঙ্‌সিদ্ধাশ্চ ক্রিয়াঃ সর্বাস্তং গৌরাঙ্গং হরিং ভজে॥ ৩।১

কারক-প্রকরণে—মুখ্যপ্রয়োজকৌ কর্ত্তা ক্রিয়াসাধ্যন্তু কর্ম্ম চ।

ক্রিয়াতিসাধনং করণং সংপ্রদানং প্রদানলপ্॥ ৬।১

চলৎপ্রাগ্‌ভূরপাদানমাধারো বিষয়াদিকং।

ইতি ষট্ কারকং লো হি স গৌরাঙ্গঃ প্রসীদতু॥ ৬।২

অধ্যাসিতঃ কুঞ্জমধিষ্ঠিতোঽধিশেতেস্ম বৃন্দাবনমাবসেচ্চ।

গৌরো হরিঃ প্রেমসুধাম্বুরাশিঃ পূর্ব্বাং দশাঙ্কাভিনি নিবিষ্টএব ॥৬।৯

দুহন্তি গৌরাকৃতি-কামধেনুং প্রেমামৃতং সর্ব্বজনা নিগূঢ়ং।

তাং যাচতে কোঽপি মনোভিলাষং পৃচ্ছন্তি কেবা কমপি প্রয়োগম্ ॥৬।১৩

সমাস-প্রকরণে—তৎপুরুষোঽব্যয়ীভাবঃ কর্ম্মধারয় এব যঃ।

দ্বিগুর্দ্বন্দ্বো বহুব্রীহিস্তং গৌরহরিমাশ্রয়ে ॥ ৭।২

তদ্ধিত-প্রকরণে—তদ্ধিতপ্রত্যয়া নাম্নঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতাঃ।

তৎপ্রয়োগা নিরূপ্যন্তে স্মৃত্বা তচ্চরণাম্বুজম্ ॥ ৫।১

অন্তিমে—কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু।

শাকে কলাবেদশূন্যে নীলাদ্রৌ বটসাগরে ॥ ৭।১০৮

ইহাতে বুঝা যায় যে এই আনন্দী অক্ষয়বট-মহাসাগর-সংশোভিত নীলাচলে অবস্থান করত ১৬৪০শকাব্দে এই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীহরিনামামৃতের পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণে সিদ্ধান্তকৌমুদীরই অনুরসরণ দেখা যাইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইল যে অন্যূন ২৫০ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতাদি শ্রীসরস্বতীপাদকৃত গ্রন্থরাজির যথেষ্ট অনুশীলন হইয়াছিল [অধিকন্তু ১৪৯৮ শাকে রচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১৬৩) শ্রীপাদকে 'গৌরোদ্গান-সরস্বতী' বলায় বুঝিতে হয় যে তৎপূর্ব্বেই শ্রীচন্দ্রামৃতাদির পঠনপাঠনাদি ছিল। শ্রীজীব প্রভুতে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়, শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায়, শ্রীরসিকোত্তংসের প্রেমপত্তনে এবং ভক্তমালে ইঁহার উল্লেখ আছে।]

ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে পুনর্মুদ্রিত এই সংস্করণ তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ সম্পাদন করিতে পারিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়। ইতি—১৩৫৪ সাল শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা।

Vide Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Vangiya Sahitya Parisat, Ms. No. 1700

আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধঃ

জয়তি জয়তি রাধাপাঙ্গ-সঙ্গী ভুজঙ্গী-
কবলিত উরুবাধা-মূর্চ্ছিতোঽনন্যসাধ্যঃ।
তদধর-সুধয়োচ্চৈর্জীবিতঃ শ্যামধামা
তদতিবিষবিষঙ্গৈনৈব কশ্চিৎ কিশোরঃ ॥ ১ ॥
জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যচন্দ্রোঽতিচিত্রো
ন্মাদরসময়-রাসোল্লাস-সংভ্রান্তমূর্ত্তিঃ।
প্রমদ-মদনলীলা-মোহনঃ শ্যামধামা
নিরুপমসুখসীমাভীররামাভিরামঃ ॥ ২ ॥

অস্তি মহাদ্ভুতবৃন্দারণ্যং সন্ততবাহি-মহারসবন্যং।
পরমমনোহর-পরমসুপুণ্যং রসময়-সকলধামমূর্দ্ধন্যং। ৩।

অনুবাদ।

(১) শ্রীরাধার অপাঙ্গ-সঙ্গিনী (ভ্রূ) সর্পিণী-কর্ত্তৃক দষ্ট, বহু পীড়ায় মূর্চ্ছিত ও অন্যান্য উপায়ে দুশ্চিকিৎস্য কিন্তু শ্রীরাধারই অধর-সুধাস্বাদে সেই মহাবিষনাশে পুনরুজ্জীবিত শ্যামবিগ্রহ কোনও (অনির্ব্বচনীয়) কিশোর জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

(২) অতি বিচিত্র উন্মদরসময়, রাসোল্লাসে ত্রস্তসমস্ত-মূর্ত্তি, উন্মদ মদনলীলার আবেশে মোহন, নিরুপম সুখসীমাপ্রাপ্ত গোপরমণীগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত পরম রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরের জয় হউক, জয় হউক।

[৩-২৪] যাহাতে মহারসের (শৃঙ্গারের) বন্যা সতত প্রবাহিত হইতেছে,

সকলগুণানাং স্ফুরদতিভূমি প্রোজ্জ্বলচিন্তামণিময়ভূমি ।
শ্রুতিভির্দুর্গমতৃণমাত্র-বিভূতি স্ফীতমহাসুখসিন্ধনুভূতি ॥ ৪ ॥
প্রকৃতিপরে পরিপূর্ণানন্দে মহসি মহাদ্ভুত-হরিরসকন্দে ।
ভ্রাজমানমখিলোজ্জ্বলরম্যং মধুর-বিশদ-হরিভাব-সুগম্যং ॥ ৫ ॥
মুখ্যরসাত্মক-পরমাকারং বিমলমনোজ-বীজরুচিসারম্ ।
মায়াবিদ্যাপারমপারং রাধামাধব-নিত্যবিহারম্ ॥ ৬ ॥
রাধা-মধুপতি-চারুপদাঙ্কৈরঙ্কিতমতুলসুধারস-পঙ্কৈঃ ।
স্বচ্ছসুশীতলমৃদুল-সুবাসং বিভ্রদবনিতলমদ্ভুতভাসম্ ॥ ৭ ॥
ক্বচন পরাগপুঞ্জ-কমনীয়ং ক্বচ মকরন্দ-পূর-রমণীয়ম্ ।
ক্বচন গলিত কুসুমৈঃ কৃতশোভং ক্বচ মণিকর্পূর-রজরুচিরাভম্ ॥ ৮ ॥

যাহা পরম মনোহর ও পরমাতিপবিত্র এবং রসময় সকল ধামের শিরোমণি—সেই মহা অদ্ভুত বৃন্দারণ্য (পৃথিবীতে) বিরাজ করিতেছেন। (৪) সকল গুণরাজির মহা আকর ঐ ধামের ভূমি প্রোজ্জ্বল চিন্তামণিময়; উহার একটি তৃণেরও বিভূতি শ্রুতিসমূহেরও দুর্বোধ্য. উহাতে 'উচ্ছলিত মহাসুখ-সমুদ্রের অনুভূতি হইয়া থাকে। (৫) উহা প্রকৃতির অতীত পরিপূর্ণানন্দ ও মহা অদ্ভুত হরিরসের কন্দ (বীজ)-স্বরূপ জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছে—তত্রত্য নিখিল বস্তুই উজ্জ্বল ও রম্য অথবা উজ্জ্বল (শৃঙ্গাররসে) রম্য এবং মধুর, বিশুদ্ধ ও হরিভাবে সুলভ্য। উহা মুখ্য (শৃঙ্গার) রসাত্মক সুন্দরাকৃতি, বিশুদ্ধ কামবীজের কান্তিতে অত্যুৎকৃষ্ট, মায়া ও অবিদ্যার অতীত (পরপারে অবস্থিত) এবং শ্রীরাধামাধবের অপার নিত্যবিহারস্থল। (৭) উহা শ্রীরাধা-মধুপতির সুচারু পদাঙ্কে এবং অতুলনীয় সুধারসপঙ্কে অঙ্কিত, স্বচ্ছ, সুশীতল, মৃদুল ও সুবাসিত এবং অদ্ভুত কান্তিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ধারণ করিয়াছে। (৮) কোথাও পরাগপুঞ্জে পরম কমনীয়, কোথাও বা মণি এবং কর্পূর-

সন্ততফলকুসুমাদি-বিচিত্রৈঃ কোটিমহাসুরপাদপ-জৈত্রৈঃ।
গুল্মলতাতরুভিঃ সুপবিত্রৈ র্মণ্ডিতমীশজুষামপি চিত্রৈঃ ॥ ৯ ॥
কুসুমিত-পল্লবিত-দ্রুমবল্লি স্ফুটিত-কদম্বক-কিংশুক-মল্লি।
স্মেরকুমুদ-করবীর-বিরাজি প্রহসিত-কেতক-চম্পকরাজি ॥ ১০ ॥
বিকসিত-কূটজ-কুন্দ-মন্দারং সুফলিত-পনস-পূগ-সহকারং।
হরি-চরণপ্রিয়-তুলসীবিপিনৈঃ শোভমানমুরুপরিমল-মসৃণৈঃ ॥ ১১ ॥
বিলসজ্জাতিযূথিকমতুলং বিকচস্থলপঙ্কজ-বক-বঞ্জুলং।
সন্তত-সন্তানক-সন্তানং বর-হরিচন্দন-চন্দন-বিপিনং ॥ ১২ ॥
পারিজাতবন-পরমামোদং রাধাকৃষ্ণ-জনিত-বহুমোদম্।
কুরুবক-মরুবক-মাধবিকাভি র্দমনক-দাড়িম-মালতিকাভিঃ ॥ ১৩ ॥

রজের রুচির আভা ধারণ করিয়াছে। (৯) নিরন্তর ফলকুসুমাদি-সম্ভারে বিচিত্র, কোটি কোটি মহাকল্পবৃক্ষরাজিরও জয়শীল, পরমপবিত্র এবং ঈশ্বর সেবিগণেরও বিস্ময়কারক গুল্মলতাতরুগণ-কর্তৃক ঐ ধাম সুশোভিত। (১০) উহার প্রতিবৃক্ষ ও প্রতিলতা কুসুমিত ও পল্লবিত; কদম্ব, পলাশ ও মল্লিকা-বৃক্ষগণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; উহাতে ঈষদ্ বিকসিত কুমুদ ও করবীর পুষ্প বিরাজিত হইতেছে এবং কেতকী ও চম্পকরাশি সুহাস্য করিতেছে। (১১) কুটজ, কুন্দ ও মন্দার পুষ্পসমূহ বিকসিত হইয়াছে—কাঁটাল, গুবাক ও আম্রবৃক্ষরাজিতে সুন্দর সুন্দর ফল ধরিয়াছে—মহাপরিমলে সুস্নিগ্ধ হরি-চরণপ্রিয় তুলসীকানন সমূহে শোভিত হইতেছে। (১২) উহাতে অতুলনীয় জাতি, যূথিকা প্রভৃতি বিলাস করিতেছে—স্থলপদ্ম, বক ও বঞ্জুল (অশোক বা বেতস) প্রস্ফুটিত হইয়াছে—তাহাতে নিরন্তর সন্তানক (কল্পবৃক্ষ) সমূহের বংশ বিস্তার হইতেছে এবং উত্তমোত্তম চন্দনবৃক্ষের বন বিরাজ করিতেছে। (১৩-১৪) উহার পারিজাতবনের পরম সুগন্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বহু

শেফালিকয়া নবমালিকয়া শোভিতমপি বহুবিধ-ঝিণ্টিকয়া।
ললিত-লবঙ্গবনৈরতিমধুরং নবপুন্নাগরুচি-রুচিরম্ ॥ ১৪ ॥
স্তবকিত-নবকাশোক-বনালি স্মেরশিরীষ-পরিস্ফুট-পাটলি।
বন্ধুরমভিনব-বন্ধুক-বিপিনৈঃ শোভিতমভিতস্তিলকাম্লানৈঃ ॥ ১৫ ॥
নিজনিজবিভবৈঃ প্রতিপদমধিকং বিলসদনন্তজাতি-তরুলতিকং।
নিরবধিবর্দ্ধি-মধুরগুণসিন্ধু স্তিমিচির-নিন্দিত-কোটিরবীন্দু ॥ ১৬ ॥
বাপীকূপতড়াগৈ র্ললিতং মণিময়-কেলিমহীধর-মহিতং।
রাসোচিত-মণিকুট্টিমরাজং রঞ্জয়দেকবিমল-রসরাজম্ ॥ ১৭ ॥

আনন্দ দান করিতেছে। কুরুবক, মরুবক ও মাধবিকাদি দ্বারা—দমনক, দাড়িম ও মালতিকাদি দ্বারা এবং শেফালিকা, নবমল্লিকা ও বহুবিধ ঝিণ্টিকাদি দ্বারা উহা শোভিত। ললিত-লবঙ্গ-বনরাজিতে উহা অতি মধুর এবং পুন্নাগ ও নাগকেশর প্রভৃতির কান্তিতে মনোহর হইয়াছে। (১৫) নব নব অশোক বনরাজি স্তবকিত হইয়াছে—শিরীষ কুসুমসমূহ ঈষৎ হাস্য করিতেছে এবং পাটল পুষ্পরাশি পরিস্ফুট হইয়াছে। অভিনব বন্ধূক (বান্ধুলি) পুষ্পবন-সমূহে মনোমদ হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত তিলক ও অম্লান পুষ্প-বৃক্ষ-রাজিতেও সুন্দর শোভাধারণ করিয়াছে। (১৬) অনন্তপ্রকার তরুলতাদিও প্রতিপদে অধিকতর নিজ নিজ শোভাসমৃদ্ধি প্রকটিত করিতেছে—উহাতে মধুরগুণসিন্ধু নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং [তত্রত্য জ্যোতিতে] কোটি কোটি সূর্য্য-চন্দ্রাদিও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিন্দিত হইতেছে। (১৭) উহা বাপী, কূপ ও তড়াগ (দীর্ঘিকা) প্রভৃতিতে ললিত (মনোজ্ঞ) হইয়াছে, মণিময় বিলাস-পর্ব্বতের অবস্থানে উহা (সর্বত্র) পূজিত হইতেছে; তাহাতে রাসবিলাসোচিত মণিময় কুট্টিম (চত্বরাদি) বিরাজ করিতেছে এবং একমাত্র বিমল রসরাজের (শৃঙ্গারের) প্রীতিদায়ক হইয়াছে অথবা শ্যামসুন্দরের প্রীতিকর হইয়াছে।

রক্তকনককর্পূর-পরাগং বিভ্রদ্রবিজা-পুলিন-সুভাগং।
রাধামাধব-কেলিনিকুঞ্জং দধদতিমঞ্জুগুঞ্জদলিপুঞ্জং ॥ ১৮ ॥
মদকল-কোকিল-পঞ্চমরাগং স্থিরচর-নিকর-মূর্চ্ছদনুরাগং।
মদশিখণ্ডিকৃত-তাণ্ডব-রঙ্গং চকিতচকিত-পরিলোলকুরঙ্গং ॥ ১৯ ॥
পরমবিচিত্রতরাকৃতিরাবৈঃ খগপশুভির্বহুভির্বহুভাবৈঃ।
শোভিতমপি শুকসারীনিচয়ৈ র্বরদম্পত্যোঃ স্বপদ-বিনেয়ৈঃ ॥ ২০॥
অত্যদ্ভুততম-ঋতুষট্‌কশ্রি শ্রংসিতনৈঃ শ্রেয়সি বিপিনশ্রি।
মন্দ-সুগন্ধ-সুশীতল-মরুতা জুষ্টমমৃত-যমুনাম্ভসি বিশতা ॥ ২১ ॥
আত্মবিশুদ্ধমহারস-রূপং খেলদেকবর-মন্মথভূপং।
সান্দ্রানন্দ-পরমরসকাষ্ঠং রাধানাগর-ভাব-গরিষ্ঠং ॥ ২২ ॥

---

(১৮) তাহার যমুনা-পুলিনে সুন্দর ভূখণ্ড (স্থলবিশেষ) রক্ত, স্বর্ণ ও কর্পূর-পরাগ-বর্ণ—উহা অতি মনোজ্ঞ ও ভ্রমরসমূহকর্তৃক গুঞ্জরিত শ্রীরাধামাধবের কেলিনিকুঞ্জসমূহ ধারণ করিয়াছে। (১৯) উহাতে মদকল কোকিলের পঞ্চম রাগ শ্রুত হইতেছে—তত্রত্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবনিচয় অনুরাগভরে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। মদমত্ত ময়ূরগণও তাণ্ডবনৃত্যে সকলের রঙ্গ (কৌতুহল) বিস্তার করে এবং ভয়ত্রস্ত মহাচঞ্চল হরিণগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। (২০) পরম বিচিত্রতর-আকৃতিধারী ও কাকলি(ধ্বনি)-বিশিষ্ট, বহুভাবযুক্ত বহু বহু পশুপক্ষিসমূহে এবং শ্রীযুগলকিশোরের চরণপ্রান্তে উপনীত শুকসারীসকলেও শোভিত হইতেছে। (২১) মহা অদ্ভুততম ছয়ঋতুর শোভা-সম্বলিত তত্রত্য কাননশ্রী মহামঙ্গলের নিদান হইয়াছে। অতিসুন্দর যমুনাজলস্পর্শী মন্দ সুগন্ধ ও সুশীতল বায়ুকর্তৃক ঐ বৃন্দাবন সেবিত হইতেছে। (২২) উহা আত্ম বিশুদ্ধ মহারস শৃঙ্গার-স্বরূপ একমাত্র মহামন্মথরাজের খেলাভূমি—

অখিলললিতাদিক-সুললিতভাবং প্রকটিত-সহজ-রসবদনুভাবং ।
নিখিলনিগমগণ-দুর্গমমহিম প্রেমানন্দ-চমৎকৃতি-সীম ॥ ২৩ ॥
শারদচন্দ্র-কর-খচিতং স্ফীতরসাম্বুধি-বীচী-নিচিতং ।
অধিরজনীমুখমুজ্জ্বলবেশঃ কোঽপি কিশোর স্তত্র প্রবিবেশ ॥২৪॥
মহাচমৎকার-নিধানরূপবিলাসভূষাদিভিরত্যপূর্বঃ।
রাসোৎসবায় প্রবিশন্ প্রদোষে বৃন্দাবনং নন্দতি কৃষ্ণচন্দ্রঃ । ২৫ ।
রসময়লীলঃ কুবলয়নীলঃ সকলযুবতি-মোহনগুণশীলঃ ।
কুঞ্চিতকেশঃ সকল-কলেশঃ পীতপটাঞ্চিত-পৃথুকটিদেশঃ ॥ ২৬ ॥

উহাতে রাধা ও তদীয় নাগরের ভাবে গরিষ্ঠ সান্দ্র (ঘনীভূত) আনন্দ-পরমরসের কাষ্ঠা (চরমসীমা) বর্ত্তমান রহিয়াছে। (২৩) উহা ললিতাদি সখীগণের সুললিত ভাব-মাধুর্য্য বহন করে এবং উহাতে সহজ রসময় অনুভাব রাশি (রত্যাদিসূচক গুণক্রিয়াদি) প্রকটিত আছে। উহার মহিমা সকল বেদগণেরও দুর্বোধ্য এবং উহা প্রেমানন্দ-চমৎকারের পরমসীমায় অবস্থিত। (২৪) শারদীয় চন্দ্রকিরণমালায় খচিত (সুপ্লাবিত) এবং উদ্বেলিত রসসিন্ধুর তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত ঐ বৃন্দাবনে প্রদোষকালে উজ্জ্বল-বেশ কোনও কিশোর প্রবেশ করিলেন।

(২৫) মহাচমৎকারের আকর-স্বরূপ বিলাস-ভূষাদি-সম্পাদনে অতি অপূর্ব্ব কৃষ্ণচন্দ্র প্রদোষকালে রাসোৎসব করিবার মানসে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

[২৬-৩৩] তাঁহার লীলা রসময়ী—তিনি কুবলয়ের (নীলপদ্মের) ন্যায় নীলবর্ণ এবং তাঁর গুণ ও চরিত্র সকল যুবতির মোহন (মোহোৎপাদক), কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং তিনি সকল কলার (চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যার) অধীশ্বর বা নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। তাহার পৃথু (বিশাল) কটিদেশে পীতবস্ত্র পরিহিত।

মকরাকৃতি-মণিকুণ্ডলদোলঃ স্ফুরদতিরুচি-কল্লোল-কপোলঃ।
মুক্তারত্নবিচিত্র নিচোলঃ স্মররসমধুর-বিলোচনখেলঃ ॥ ২৭ ॥
রত্নতিলক-রুচিরঞ্জিতভালঃ স্নিগ্ধচপল-কুটিলালকজালঃ।
কলিত-ললিততর-বহুবিধমালঃ কেলিকলা-রভসাতিরসালঃ ॥ ২৮ ॥
প্রমুদিত-বদন-মনোহরহাসঃ কম্বুকণ্ঠতট-পদকবিলাসঃ।
বিরচিত-যুবতি-বিমোহনচূড় শ্চিত্রমাল্যাবৃত-বর্হাপীড়ঃ ॥ ২৯ ॥
পীনোরসি লসদুরু মণিহারঃ স্ফুটদঙ্গদ-কঙ্কণ-রুচিধারঃ।
সুভগ-নিতম্ব-রণন্মণিরসনঃ পরিহিত-রাসোচিতবর-বসনঃ ॥ ৩০ ॥
মণিমঞ্জীর-মঞ্জুরুত-চরণঃ প্রস্থমর-পাদাঙ্গদ-মণিকিরণঃ।
শ্রবণ-বিরাজিত-রত্নবতংসঃ করধৃত-মণিময়-মোহন-বংশঃ ॥ ৩১ ॥

---

(২৭) কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান—মহাজ্যোতিস্তরঙ্গমালাময় সুন্দর কপোল (গণ্ডদেশ)। মুক্তা ও রত্নখচিত নিচোল (উড়নি)—তিনি স্মররসে মধুর লোচনদ্বয়কে নৃত্য করাইতেছেন। (২৮) রত্ন ও তিলকের কান্তিতে ভাল (কপাল) রঞ্জিত হইয়াছে—অলক (কুঞ্চিত কেশদাম) স্নিগ্ধ, চঞ্চল ও কুটিল। সুন্দরতর বহুপ্রকার মাল্যধারণ করিয়া তিনি কেলিকলারভসে অতি রসময় হইয়াছেন। (২৯) মহা আনন্দময় বদনে মনোহর হাস্য—কম্বু (রেখাত্রয়যুক্ত শঙ্খবৎ) কণ্ঠতটে পদকের বিলাস (নৃত্য) হইতেছে—বিরচিত চূড়ায় যুবতিগণের বিশেষ মোহোৎপাদন করিতেছে—শিরোদেশে বিচিত্র মাল্যাবৃত ময়ূরপুচ্ছ বিরাজিত। (৩০) বিশাল বক্ষে বহুবিধ মণিহার খেলা করিতেছে—অঙ্গদ ও কঙ্কণের রুচি (কান্তি) মালা প্রকাশিত হইতেছে—সুন্দর নিতম্বে মণিময় রসনা মধুর ধ্বনি করিতেছে এবং তিনি রাসোচিত অত্যুত্তম বসন পরিধান করিয়াছেন। (৩১) চরণে মণিময়

রাধানুস্মৃতি-মুহুরুৎপুলকঃ সকল-রসিকবর-নাগরতিলকঃ।
প্রত্যঙ্গাদ্ভুত-সুষমাসিন্ধুঃ প্রতিপদবর্দ্ধি-মদন-রসসিন্ধুঃ ॥ ৩২ ॥
প্রোদ্বেলাদ্ভুত-মধুরিমসিন্ধুঃ প্রকটমহারসময়-গুণসিন্ধুঃ।
মত্তমতঙ্গজ-লঙ্গিম-গমনঃ পরমরসৈক-নিমজ্জিতভুবনঃ ॥
কাশ্মীরাগুরুচন্দনলিপ্তঃ শ্যামতনু র্মণিভূষণদীপ্তঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিভঙ্গীবিন্যাসস্থিততনু কদম্বদ্রুমতলে
যদা রাধা-নামাঙ্কিত-মধুরসঙ্কেতমুরলীং।
নিধায় শ্রীবিম্বাধরবরপুটে নাগরগুরু
র্জগৌ গোপ্যোঽধাবন্নভিকমভি তর্হ্যেব বিবশাঃ। ৩৪।

মঞ্জীর (নূপুর) মনোজ্ঞ ধ্বনি করিতেছে—পাদাঙ্গদের (নূপুরের) মণিকিরণ চতুর্দিকে প্রসৃত হইতেছে—কর্ণে রত্নকুণ্ডল এবং করে মণিময় মোহন বংশী বিরাজিত আছে। (৩২) শ্রীরাধার অনুস্মরণে মুহুর্মুহু উচ্চ পুলক হইতেছে। ইনি সকল রসিকগণের শ্রেষ্ঠ ও নাগর চূড়ামণি। ইঁহার প্রতি অঙ্গে অদ্ভুত সুষমা-সিন্ধু এবং প্রতিপদে (প্রতিক্ষণে) ইঁহার মদনরস বৃদ্ধি পাইতেছে। (৩৩) ইঁহা হইতে মহা অদ্ভুত মাধুর্য্য-সিন্ধু প্রোচ্ছলিত হইতেছে—ইনিই প্রকট মহারসময় গুণসিন্ধু। ইঁহার গমনভঙ্গী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অতিসুন্দর; ইনি পরমরসেই (শৃঙ্গারে) সকল ভুবনকে নিমজ্জিত করিয়াছেন। তিনি কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দন দ্বারা লিপ্তদেহ (চর্চ্চিত) হইয়াছেন, তাঁহার অঙ্গ শ্যামবর্ণ এবং তিনি মণিময় ভূষণ পরিধানে দীপ্ত [বা মণিভূষণ তাঁহা দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে]।

(৩৪) কদম্ববৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া যখন রাধানামের মধুর সঙ্কেতযুক্ত মুরলী সুন্দর বিম্বাধরে স্থাপন করিয়া সেই নাগরেন্দ্র

অথ নীপকল্পতরুমূলগতঃ কলিত-ত্রিভঙ্গ-ললিতাঙ্গযুতঃ।
অরুণাধরে নিহিতবেণুবরঃ কলমুজ্জগৌ স রসিক-প্রবরঃ ॥ ৩৫ ॥
শ্রুত্বা মাধব-মুরলীনাদং তৎক্ষণমুজ্ঝিত-গুরুজনবাদং।
ধ্বন্যভিমুখমনুধাবিতবত্যঃ প্রতিদিশমভিনবগোপযুবত্যঃ ॥ ৩৬ ॥
কাশ্চিদ্ ব্যত্যস্তাম্বরভরণাঃ কাশ্চন নূপুরৈকযুত-চরণাঃ।
অপরা অঞ্জিতৈকবরনয়নাঃ কা অপি পরিহৃত-নিজপতিশয়নাঃ ॥৩৭॥
স্নানমথোদ্বর্ত্তনমনুলেপং নীবি-নিবন্ধন-মার্জ্জন-লেপং।
কুর্বত্যোঽতিজবাদ্ যযুরপরাঃ কাশ্চিদথার্দ্ধপ্রসাধিত-চিকুরাঃ ॥ ৩৮ ॥

কলধ্বনি করিয়াছিলেন, তখনই গোপীগণ বিবশ হইয়া সেই লম্পটচূড়ামণির সম্মুখে যাইবার জন্য অভিসার করিয়াছেন।

[৩৫-৪৮] অনন্তর তিনি কদম্বকল্পতরুর নীচে যাইয়া ত্রিভঙ্গসুন্দর ভঙ্গী অঙ্গীকার করিলেন; অরুণবর্ণ অধর-পল্লবে বেণুবর স্থাপন করত সেই রসিকচূড়ামণি কলধ্বনি (অব্যক্ত মধুর নিনাদ) করিতে লাগিলেন। (৩৬) মাধবের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গুরুজনগণের পরিবাদাদি পরিহার পূর্ব্বক অভিনব গোপললনাগণ ঐ ধ্বনি লক্ষ্য করত প্রতিদিকে ধাবিত হইলেন। (৩৭) কাহারও কাহারও বস্ত্রভূষাদির বিপর্য্যয় ঘটিল, কেহ কেহ বা একচরণে নূপুর পরিয়া, কেহ কেহ একটি মাত্র সুন্দর নয়নে কজ্জল ধারণপূর্ব্বক—আবার কেহ কেহ বা নিজপতির শয্যা ত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলেন। (৩৮) অপরাপর গোপীগণ স্নান, উদ্বর্ত্তন, অনুলেপন, নীবিবন্ধন এবং গৃহ (বা দেহ) মার্জ্জন-লেপনাদি করিতে করিতেই (তৎসমাধান না করিয়াই) অতিবেগে গৃহত্যাগ করিলেন। অপর কেহ বা কেশপ্রসাধনের অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অভিসার করিলেন।

কাশ্চিদ্ গুর্বাদিষু ভুঞ্জানেষ্বপি পরিবেশং হিত্বা যানে।
চক্রু র্মতিমতিখণ্ডিত-লজ্জাঃ কেবল-বাংশিক-সঙ্গম-সজ্জাঃ ॥ ৩৯ ॥
কাশ্চন হারগ্রথনে সক্তাঃ সূত্রকরা যযুরত্যনুরক্তাঃ।
মুগ্ধা দুগ্ধাবর্ত্তন-নিরতা যযুরপরা অপি হরিরসভরিতাঃ ॥ ৪০ ॥
লোকবেদবিধিকৃত-সমুপেক্ষা দূরদলিত-গৃহদেহাপেক্ষাঃ।
প্রেমমহাগ্রহ-গাঢ়-গৃহীতা হরিমভিসস্রু র্ব্রজপুর-বনিতাঃ ॥ ৪১ ॥
গণ্ডলোলমণি-কুণ্ডল-সুষমাঃ মুক্তকবরভর-বিগলিত-কুসুমাঃ।
বিপুলনিতম্বস্তনভর-বিকলা স্তনুরুচি-প্রকটীকৃত-বহুচপলাঃ ॥ ৪২ ॥

---

(৩৯) কেহ কেহ গুরুজনগণকে পরিবেশন করিতে করিতেই তৎকার্য্য ত্যাগ করিয়া অভিসারের জন্য মন করিলেন। অহো! তাঁহারা মহা লজ্জাশীলা হইলেও কিন্তু সেই বংশীধারির সহিত সঙ্গমের জন্যই কেবল বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। (৪০) কেহ কেহ হার গুম্ফনে সমাসক্তচিত্ত হইলেও কিন্তু হস্তে সূত্রধারণ করিয়াই অতি অনুরাগভরে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য গোপীগণ দুগ্ধাবর্ত্তনে নিরতা হইলেও মোহিতচিত্তে হরিরসে ভরিত (পূর্ণ) হইয়া অভিসার করিয়াছেন। (৪১) সেই ব্রজাঙ্গনাগণ লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদাদি সম্যক্ উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন—তাঁহারা গেহদেহাদির অপেক্ষাও দূরে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল প্রেমরূপ মহাগ্রহ-কর্ত্তৃক গাঢ় (সম্যক্) ভাবে গৃহীত হইয়া তাঁহারা হরিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অভিসার করিয়াছেন। (৪২) তৎকালে তাঁহাদের গণ্ডদেশে চঞ্চল মণিকুণ্ডলের সুষমা প্রসৃত হইল—উন্মুক্ত কেশকলাপ হইতে কুসুম-সমূহ খসিয়া পড়িল। তাঁহারা বিশাল নিতম্বদেশ ও স্তনযুগলের ভারে বিকল হইলেন এবং দেহকান্তির প্রকাশে যেন বহু বহু বিদ্যুৎমালাই

উপরি বিনির্মিত-শতশতচন্দ্রমা মধ্যরচিত-চলহেমগিরীন্দ্রাঃ।
ভুবি বিহিতস্থলপঙ্কজবলনা রেজুর্দিশি দিশি তা ব্রজললনাঃ ॥৪৩॥
নূপুর-কাঞ্চী-বলয়ঘটানাং ঝঙ্কৃত-মুখরিত-সকলদিশানাং।
জঙ্গম-কনকলতায়িত-বপুষাং রেজে রাজিঃ সা ব্রজ-সুদৃশাং ॥ ৪৪ ॥
যুবতীষু যা নিজপতি-সংভুক্তা দৈবাদন্তর্গৃহ-যাতা স্তাঃ।
গোপৈ দৃঢ়তরপিহিতে দ্বারে প্রতিহত-গতয়ঃ পেতুরগারে ॥ ৪৫ ॥
অশুভং পুরুষান্তরসঙ্গ-কৃতং কৃত্বা হরিবিরহার্ত্ত্যা নিহতং।
পরম-মহামঙ্গল-সুনিদানং চক্রুর্মধুপতি-মধুরধ্যানং ॥ ৪৬ ॥
শুদ্ধমহারসচিদ্ঘনদেহা হরিপর-বহিরন্তর-সকলেহাঃ।
সপদি প্রাপ্তাঃ প্রেষ্ঠপদান্তং তাশ্চ তদা রুচিরাস্ত নিতান্তং ॥ ৪৭ ॥

প্রকট করিয়াছেন। (৪৩) সেই ব্রজাঙ্গনাগণ উপরিভাগে (মুখে) শত শত চন্দ্রের নির্মাণ করিয়া—মধ্যদেশে (বুকে) চঞ্চলায়মান সুবর্ণ গিরীন্দ্রের (স্তনযুগলের) রচনা করিয়া—পৃথিবীতে (চরণবিন্যাসে) স্থলপদ্মের প্রকাশ করিয়া দিকে দিকে বিরাজ করিতেছেন। (৪৪) নূপুর, কাঞ্চী ও বলয়-সমূহের ঝনৎকারে দিগ্‌বলয় মুখরিত করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ গতিশীল স্বর্ণলতাসদৃশ প্রতিভাত হইয়া যূথে যূথে শোভা পাইতে লাগিলেন। (৪৫) গোপযুবতীদের মধ্যে যাঁহারা নিজ নিজ পতি কর্ত্তৃক সংভুক্তা হইয়াছিলেন—তাঁহারা দৈবাৎ গৃহমধ্যে গিয়াছিলেন। কিন্তু গোপগণ অতি দৃঢ় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে তাঁহারা নিরুদ্ধগতি হইয়া গৃহমধ্যে নিপতিত হইলেন। (৪৬) অন্য পুরুষের সঙ্গজনিত অশুভ সকল হরিবিরহার্ত্তিভরে বিনাশ করিয়া তাঁহারা পরম মহামঙ্গলের সুন্দর নিদান স্বরূপ মাধবের মধুরধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। (৪৭) তখন তাঁহারা শুদ্ধ মহারস-চিদ্ঘনদেহ ধারণ করতঃ অন্তরে

এবং ব্রজবর-যুবতীবৃন্দৈঃ শ্যাম-কিশোরঃ প্রেমমদান্ধৈঃ ।
হরিগতিরিন্দিরয়াপি ন দৃষ্টা প্রাপি মদনরসমাত্র-নিবিষ্টা ॥ ৪৮ ॥
ন লোকবেদ-ব্যবহারমাত্রং ন গেহদেহদ্রবিণাত্মজাদি ।
যত্রাবিদং স্তা ন পথোঽপথো বা স কোপি জীয়াদিহ কৃষ্ণভাবঃ ॥৪৯
শ্রীবৃষভানো র্নিষ্কুটযাতা তদ্দুহিতা ত্রিভুবন-বিখ্যাতা ।
রাধেত্যনুপম-রসময়মহিমা শুদ্ধমহারতি-মধুরিমসীমা ॥ ৫০ ॥
স্বস্ব-বিভব-সুচমৎকৃত-তনুভিঃ পুরুষোত্তমশক্তিভিরমিতাভিঃ ।
দূরতরাদপি কৃতদাস্যাশা সকল-পরম-সুখকৃত-পরিহাসা ॥ ৫১ ॥

বাহিরে সকল কার্য্যেই হরি-পরায়ণা হইলেন এবং সত্বই প্রিয়তমের চরণান্তিকে উপনীত হইয়া পরম রুচিরতা প্রাপ্ত হইলেন (অর্থাৎ তাঁহাদের নিখিল মনোভিলাষ পূর্ণ হইল)। (৪৮) শ্যামল কিশোর এইরূপে সেই প্রেমমদান্ধ ব্রজযুবতীগণসহ শোভিত হইলেন। অহো! শ্রীহরির গতি (ভাব) সাক্ষাৎ লক্ষ্মীও দর্শন করিলেন না, অথচ কেবল কামরসনিবিষ্ট গোপীগণই তাহা প্রাপ্ত হইলেন।

(৪৯) যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গোপীগণ লোকব্যবহার ও বেদ-মর্য্যাদাদি বিস্মৃত হইয়াছেন— যে ভাব গেহ-দেহ-ধন-পুত্রাদিও বিস্মরণ করাইয়াছে— যাহাতে তাঁহারা সুপথ বিপথ কিছুই জানিতে পারেন নাই, সেই অনির্বাচ্য কৃষ্ণভাবই এই জগতে অমরত্ব লাভ করুক (জয়যুক্ত হউক)।

[৫০-৬০] অতুলনীয় রসময় মহিমবিশিষ্টা, শুদ্ধ মহারতি ও মাধুরীর সীমা (একশেষ) ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধা শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী রাধা তাঁহার উপবনে গিয়াছেন। (৫১) নিজ নিজ বৈভব (ঐশ্বর্য্য) দ্বারা চমৎকারকারী-দেহধারিণী পুরুষোত্তমের নিখিল শক্তিগণ দূরতর প্রদেশ হইতেই তাঁহারা দাস্যরসের আশা করেন। অহো! তাঁহারা (এইভাবে লুব্ধা হইয়া) সকল

আশৈশবমতিমুগ্ধপ্রায়া শ্যামিকাদি-কলনাকুল-কায়া।
সহজ-মহাদ্ভুত-হর্য্যনুরাগা সংব্যবহারমাত্র-সবিরাগা ॥ ৫২ ॥
স্বপ্নেক্ষিত-রমণাত্মসমাধিঃ প্রলপিত-সংজনিতাত্যুপলব্ধিঃ।
ক্ষণমতিকম্পা ক্ষণমতিপুলকা জড়বৎ ক্ষণমাশ্রিত-সখ্যকা ॥ ৫৩ ॥
বিলসতি নবঘন আগতমূর্চ্ছা সভয়-সভয়বীক্ষিতশিখিপিচ্ছা।
ক্ষণমত্যার্ত্ত্যা সুস্বররুদিতা ক্ষণমপি বহুশঃ ক্ষিতিতল-লুঠিতা ॥ ৫৪
ক্ষণমুৎসৃজতি সকলাভরণং ক্ষণমতি গৃহ্ণত্যালী-চরণং।
ক্ষণমভিধায় যামি যমুনামিতি নিগদতি বাচ্যোঽসৌ মম
নম ইতি ॥ ৫৫ ॥

পরম সুখরাশিকেও পরিহাস করিয়াছেন। (৫২) শ্রীরাধা শৈশবকাল হইতে অতীব মুগ্ধস্বভাবা ছিলেন—শ্যামবস্তুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াই তাঁহার দেহ ব্যাকুল হইত। শ্রীহরিতে তাঁহার সাহজিক মহাদ্ভুত অনুরাগ এবং ব্যবহারিক বস্তুর প্রতি সম্যক্ বৈরাগ্য (অনাসক্তি) ছিল। (৫৩) তিনি স্বপ্নযোগে রমণের (শ্রীকৃষ্ণের) [অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মিলন-বিষয়ক] স্বভাব ও সমাধি (নিয়ম) দর্শন করিলেন—প্রলাপ দ্বারা অতিশয় উপলব্ধি আবির্ভূত হইল। ক্ষণে অতিকম্প, ক্ষণে অতিপুলক, কখনও বা জড়বৎ হইয়া সখীকে অবলম্বন করিতেছেন। (৫৪) নবীন জলধরের দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইতেছেন— ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ময়ূরপুচ্ছ দর্শন করেন—ক্ষণমধ্যে অতি আর্ত্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন—ক্ষণকাল পরে আবার পৃথিবীতে বহু লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করেন। (৫৫) ক্ষণে ক্ষণে আভরণসকল পরিত্যাগ করেন—ক্ষণে ক্ষণে সখীদের চরণ ধরিতেছেন—ক্ষণে ক্ষণে 'যমুনায় যাইতেছি' বলিয়া 'তাঁহাকে আমার নমস্কার বলিও' এই কথাই বলেন।

ক্ষণমুল্লসিতা সহসোরুহসিতা বিততভুজোচ্ছায়াশ্লেষরতা।
ক্ষণমভিদধতী কৃতকাকুনতি ধৃষ্টোপালি ন লজ্জয় মেতি ॥ ৫৬ ॥
মাধবনামরূপ-গুণ-গানৈশ্চিত্রপটাদিম্বাকৃতি-লিখনৈঃ।
প্রতিমুহুরপি চাশ্বাসবচোভিঃ কথমপি যাপিত-সময়ালীভিঃ ॥ ৫৭
সা শ্রুতিগতহরি-মুরলী-সুকলা বিকলাঽধাবদুপেক্ষিত-সকলা।
শ্যামমিলন-রস-সংভ্রম-বলিতা প্রতিমুহুরুত্তুংপুলকৈ র্নিচিতা ॥ ৫৮
রস-গরিমোজ্জ্বল-গৌরবরক্ষা-কার--বিরচিত-বহুতর-শিক্ষা।
বারিতবত্যপি মন্মথ-বিবশামালি স্তাং ধৃতপাণিঃ সহসা ॥ ৫৯ ॥
তাসু সকলগোকুল-বনিতাসু প্রণয়-মহাসংভ্রম-মিলিতাসু।
প্রেক্ষ্য ন জীবৌষধ-নিজকান্তাং প্রাপ হরি র্বিরহাতুলচিন্তাং ॥ ৬০ ॥

---

(৫৬) ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত হইতেছেন—সহসা উচ্চহাস্য করিতেছেন—বাহু প্রসারণ করিয়া নিজের ছায়াকেই দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিতেছেন—ক্ষণে ক্ষণে কাকুর্বাদে প্রণতিপূর্ব্বক বলিতেছেন—'হে ধৃষ্ট! সখীজনসমক্ষে আমাকে লজ্জা দিও না'। (৫৭) মাধবের নাম, রূপ ও গুণগানে এবং চিত্রপটাদিতে তাঁহার আকৃতি-লেখনে, প্রতিমুহূর্ত্ত সখীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস-বাক্য-শ্রবণে তিনি কোনও প্রকারে সময় যাপন করিতেছেন। (৫৮) শ্রীহরির মুরলীর মনোহর কলতান তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র তিনি অধীর হইয়া সকল বাধা উপেক্ষা করতঃ অভিসার করিলেন। শ্যামের সহিত মিলনরসে সংভ্রমযুক্ত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার অঙ্গে উত্তুঙ্গ পুলকাবলি বিকাশ পাইতেছিল। (৫৯) রসগুরুত্ব ও স্বকীয় উজ্জ্বল গৌরব রক্ষার নিমিত্ত সখী তাঁহাকে বহুতর শিক্ষাদানে অভিসার করিতে নিবারণ করিলেও (তিনি অভিসারে প্রবৃত্তা দেখিয়া) সহসা সেই সখী কাম-বিহ্বলা শ্রীরাধার হস্তধারণ করিলেন। (৬০) এদিকে

শ্রুত্বাপি বেণুনিনদং স্বসখীজনেন
সম্মান-রক্ষণকৃতে বহুদত্তশিক্ষা।
রাধা সমাগতবতী ন যদা তদেক-
প্রাণ স্তদা হরিরভূদুরুদুঃখচিন্তঃ ॥ ৬১ ॥

দর্শিতলোকবেদ-বহুভীতিঃ প্রিয়-বিনিবর্ত্তিত-যুবতীবিততিঃ।
সমবদদত্যনুরাগ-রসান্ধা হরিপদ-কৃতদৃঢ়জীব-নিবন্ধা ॥ ৬২ ॥

বিষমিব সকলবিষয়মপহায় ত্বৎপদমাশ্রিতমতুল-সুখায়।
প্রেষ্ঠতমাখিল-মর্ম্ম-কৃপাণীং মা বদ মা বদ নিষ্ঠুর-বাণীং ॥ ৬৩ ॥

সকলেন্দ্রিয়মনসামনিবৃত্তিঃ প্রিয়! ভবতৈব হৃতাখিলবৃত্তিঃ।
কো ন্বিহ লোকঃ কঃ পরলোকঃ ক্ব তদা স্মরণং ক্ব নু বা করণং ?৬৪

প্রণয় মহাসংভ্রমে মিলিত সেই গোপীসমাজে জীবাতুরূপা নিজ কান্তাকে না দেখিয়া শ্রীহরি বিরহে অতুলনীয় চিন্তান্বিত হইলেন।

(৬১) বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়াও সম্মান রক্ষার জন্য নিজ সখীজনকর্তৃক বহু শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা যখন সঙ্কেত-স্থলে আসিলেন না, তখন রাধাগতপ্রাণ শ্রীহরি বহুদুঃখভারে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

[৬২-৬৯] প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক লোকবেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন-জনিত বহু ভয় দর্শন করাইয়া গোপীগণকে তৎসহ মিলনে নিবারণ করিলে অনুরাগ-ভরে অন্ধপ্রায়া ও শ্রীহরিপদে দৃঢ়তরভাবে প্রাণ-সমর্পণকারিণী যুবতীগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—(৬৩) "হে প্রেষ্ঠতম! সকল বিষয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া আমরা নিরুপম সুখের আশায় তোমার চরণ আশ্রয় করিয়াছি। এক্ষণে তুমি নিখিল মর্ম্মঘাতক নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না, বলিও না!! (৬৪) হে প্রিয়! আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ও মনের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না— যেহেতু তুমিই সকলবৃত্তি হরণ করিয়াছ। আমাদের

যন্তনিবৃত্তি প্রবিশতি লোকঃ পরমাসহ্য-নরকমিকরৌকং।
কোঽপি.তদপি কিমু.তব চরণাশাং প্রত্যপি কুরুতে হন্ত জিহাসাং ?
ত্বচ্চরণাম্বুজ-মকরন্দাশা যদ্ হৃদি সমভূৎ সহজবিলাসা।
দর্শয় পরমমহাভয়লোভানহহ স্বাত্মনি ভবতি বিশোভা ॥ ৬৬ ॥
পতিসুতগেহ-স্বজনধনাদ্যং ত্যক্তং বান্তবদখিলমবদ্যং।
পুনরপি দুঃসহমপি তৎস্মরণং তব যদি ন কৃপা বরমিহ মরণং ॥ ৬৭ ॥
ত্বৎপদ-পঙ্কজ-রজসা ধন্যে ত্যক্ত্বা তনুমিহ বৃন্দারণ্যে।
প্রাপ্স্যাম ত্বাং ধ্রুবমভিরামং ত্যজ দুরবগ্রহ নাগর ! কামং ॥৬৮॥

ইহলোকই বা কি ? পরলোকই বা কি ? তখন কোথায় বা স্মরণ আর কোথায় বা করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা আছে হে ? (৬৫) যদি কোনও লোক পরম অসহ্য নরকসমূহে নিবৃত্তিরহিত হইয়া প্রবেশও করে, হায় ! তথাপি কি সে তোমার চরণ প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে পারে ? (৬৬) তোমার চরণপদ্মের মধুপ্রাপ্তির আশা সহজভাবেই যে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে হে ! এক্ষণে তুমি পরম মহাভয় ও লোভ দেখাইতেছ !! অহো ! তোমার নিজস্বভাবে এই ব্যাপারটি বড়ই বিসদৃশ দেখাইতেছে। (৬৭) আমরা পতি-পুত্র-গৃহ-স্বজন ও ধনাদি সকল ঘৃণিত বস্তুই বান্তবৎ (বমনের ন্যায়) ত্যাগ করিয়াছি। পুনরায় তাহাদের কথা স্মরণ করাও আমাদের দুঃসহ হইয়াছে ! তোমার যদি কৃপা নাই পাই, তবে আমাদের মরণই শ্রেয়ঃ। (৬৮) তোমার পাদপদ্মরজে ধন্য এই বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করিয়া আমরা নিশ্চয়ই অভিরাম (রমণ) তোমাকে পাইব। হে নাগর ! হে দুরবগ্রহ (মনোরথ-পরিপূরণে প্রতিবন্ধদায়ক) তুমি এই কাম (অভিলাষ) ত্যাগ কর।” (৬৯) ব্রজাঙ্গনাগণের মুখচন্দ্র-নির্গলিত এই ভাবের

প্রেমোৎকণ্ঠা-সগদ্‌গদমিত্থং ব্রজতরুণীমুখচন্দ্র-সমুত্থং।
পীত্বা বচন-সুধা-রসসারং রাধাপতিরিদমবদদুদারং ॥ ৬৯ ॥

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি-সর্ব্ববিদগ্ধগোপী-
বৃন্দেঽপি সংমিলিতবত্যতিমন্মথান্ধে।
শ্রীরাধিকা-বিরহদীন উপেক্ষ্য পূর্ব্বং
পশ্চাদনন্যবিষয়া ন্যযুনক্ প্রিয়ার্থে ॥ ৭০ ॥

অতিনির্ভরতর-মদ্ভাববতী র্নাহমুপেক্ষে কথমপি ভবতীঃ।
কিন্তু বিনা মম জীবন-রাধাং কৃন্ততি কিমপি চ নান্তরবাধাং ॥ ৭১ ॥
তদ্দয়িতা রচয়ত বহুযত্নং সা মম কণ্ঠবিভূষণরত্নং।
মিলতি যথা ন চিরেণ ভবত্যঃ সাধু তথা বিদধত্বতিমত্যঃ ॥ ৭২ ॥

প্রেমোৎকণ্ঠাজনিত গদ্‌গদ বাণীরূপ মনোরম সুধারসনির্য্যাস পান করিয়া শ্রীরাধানায়ক বলিতে লাগিলেন—

(৭০) চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সকল বিদগ্ধ গোপীবৃন্দ সম্মিলিত হইলেও শ্রীরাধিকার বিরহে কামরসে অতিশয় অন্ধ দীনচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া পরে তাঁহাদিগকে অনন্যবিষয়া জানিয়া প্রিয়তমার জন্য বিনিয়োগ করিলেন।

[৭১-১২২] "তোমরা আমাতে অতি দৃঢ়তর প্রেম করিয়াছ, অতএব আমি কোনও প্রকারেই তোমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু আমার জীবন রাধা ব্যতিরেকে আমার অন্তরের পীড়া কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। (৭২) অতএব হে দয়িতাগণ! মহামতি তোমরা বহুবিধ প্রযত্নাতিশয় কর, যাহাতে অচিরকালমধ্যেই সেই রাধা আমার কণ্ঠভূষণমণি

অথ স বিচার্য্য ব্রজবনিতাভিঃ কাপি নিপুণমতিরতিমুদিতাভিঃ।
প্রহিতা দ্রুতমুপবনগত-রাধাং সমুপেত্যাহ বলৎস্মরবাধাং॥ ৭৩॥
শ্রীবৃষভানু-ভবন-মণিমঞ্জরি রাধে! জন-নয়নামৃত-লহরি!
ক্বাপি ন লোকে ক্বাপি তুলা তে ব্রজজন-ভাগ্যাৎ পরমিহ জাতে॥ ৭৪॥
অয়ি ময়ি কৃপয়াঽপাঙ্গমুদঞ্চয় সেশ্বর-বিশ্বং মদ্বশতাং নয়।
স্নেহাবেশ-গলজ্জলনয়নে! ক্ষণমবধানং কুরু মম বচনে॥ ৭৫॥
পরমরসে তব যদপি নিমগ্নং ক্বচিদপি ভবতি মনো নহি লগ্নং।
তদপি মহাকরুণার্দ্রপ্রকৃতে! শ্রবণং দেহি মনাঙ্ মম গদিতে॥ ৭৬॥

হয়।" (৭৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অতি আনন্দিত ব্রজবালাগণসহ পরামর্শ করিয়া কোন সুনিপুণা গোপীকে দূতীরূপে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তিনি দ্রুতগতিতে উপবনস্থিতা রাধার সমীপে গিয়া তাঁহাকে কামপীড়ায় অধীরা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। (৭৪) 'হে শ্রীবৃষভানু-রাজভবনের মণিমঞ্জরি! হে শ্রীরাধে! হে জনগণ-নয়নামৃত-লহরি! চতুর্দ্দশভুবনের মধ্যে কোথাও তোমার উপমা নাই। কিন্তু ব্রজজনগণের ভাগ্যবশতঃই তুমি এই-স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ!! (৭৫) অয়ি রাধে! কৃপা-বিতরণে আমার প্রতি একবার অপাঙ্গবিক্ষেপ করিয়া লোকপালগণ-সহিত সমগ্র বিশ্বকে আমার বাধ্য কর। স্নেহাবেশে তোমার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে! হে রাধে! ক্ষণকালের জন্য আমার বাক্যে মনোনিবেশ কর। (৭৬) হে পরমরসরূপে! যদ্যপি তোমার মন কোথাও নিমগ্ন হইতেছে না (অথবা যদিও তোমার মন কোনও পরমরসে নিমজ্জিত হইতেছে না) তথাপি হে মহা করুণার্দ্রচিত্তে! একটিবার আমার কথায় কর্ণপাত কর।

একঃ শ্যামল-দিব্যকিশোরঃ শ্রীশপ্রমুখ-মনোমণিচোরঃ।
অস্তি ব্রজবৃন্দাবন-সেবী তং লভতে কাপি ন দেবী ॥ ৭৭ ॥
কলাদিক-বরতরুণীবৃন্দৈঃ সততবিমৃগ্যঃ কৃতনিরবন্ধৈঃ।
স তব পদাম্বুজ-পরিমল-লুব্ধঃ ষট্‌পদ ইব বিভ্রাম্যতি মুগ্ধঃ ॥ ৭৮ ॥
রাধে! তস্য তু তত্ত্বরহস্যং ত্বচ্ছ্রুতিমূলে শংস্যমবশ্যং।
যৎ কেনাপি কদাপি মনাগপি নাদৃশ্যত পরাভবদৃশাপি ॥ ৭৯ ॥
কেবল-কামরসাত্মক এষ কেবল-মধুর-কিশোরক-বেষঃ।
কেবল-গোপযুবতি-রতিতৃষ্ণঃ পরমধুরিম্ণা নাম্না কৃষ্ণঃ ॥ ৮০ ॥
কামপি গোপীমপি কাময়তে ন খলু রমাত্মা রমণী মনুতে।
গোকুলমখিলমসৌ দিনরজনী বিচিনোতি ক্ব নু কা নবরমণী ॥ ৮১ ॥

---

(৭৭) লক্ষ্মীপতি প্রভৃতি সকলের মনোমণিচোর এক শ্যামল দিব্যকিশোর আছেন—তিনি ব্রজবিপিনেরই সেবক এবং তাঁহাকে কোনও দেবীই লাভ করিতে পারেন না। (৭৮) লক্ষ্মীপ্রভৃতি মহাসুন্দরী তরুণীবৃন্দ নির্বন্ধ-সহকারে সততই তাঁহার সঙ্গ অন্বেষণ করেন; [কিন্তু কদাপি তাহা পান না]; সেই কিশোরমণি তোমার পাদপদ্মের পরিমলে লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় অতিমুগ্ধচিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন [অথবা বিভ্রমগ্রস্ত হইয়াছেন]। (৭৯) হে রাধে! তাঁহার তত্ত্বটি তোমার কর্ণমূলে অবশ্যই নিবেদনীয়। অহো! পরভাবদর্শনকারী (কৈবল্য বা মুক্তিধাম-নিরীক্ষক, অত্যুৎকৃষ্ট ভাব-পর্য্যবেক্ষক) কোনও মহাজনই কখনও বিন্দুমাত্রও ঐ তত্ত্বটি অনুভব করিতে পারেন নাই। (৮০) তিনি কেবল কামরস-স্বভাব, কেবল মধুর কিশোরবেশ এবং কেবল গোপীগণেরই রতিতৃষ্ণ (রতিলম্পট)। ইঁহার পরম মধুর নামটি হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ। (৮১) তিনি যে কোনও গোপীকেই

বলত শ্ছলতোঽন্যৈরপি যোগৈঃ সাধিত-গোপবধূ-সংভোগৈঃ।
নিরবধি কামাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্নস্তি কশ্চ এবারং ॥ ৮২ ॥
তত্র তু স্নিগ্ধজনানুগ্রহত স্তস্যাকারান্তরমপি দধতঃ।
প্রাপ্য রহসি নবতরুণীনিকটং তন্নিজরূপমুদৈক্ষি প্রকটং ॥ ৮৩ ॥
কিং বহুনা বহুনাগররীতে স্তস্যাপ্যৈক্ষি শিশুত্বানুকৃতেঃ।
গোপ্যোৎসঙ্গেঽধর-রসলৌলাং কুচকোরকমনু করচাঞ্চলাং ॥ ৮৪ ॥
স হি নবকিশোরীদর্শং ব্রজবীথ্যাদিষকৃত-বিমর্শং।
লুঞ্চিত-কঞ্চুক-কুচযুগর্দঃ শ্লিষ্যতি চুম্বতি সহসা মত্তঃ ॥ ৮৫ ॥

কামনা করেন, কিন্তু লক্ষ্মী প্রভৃতি সুন্দরীগণকে মনস্পথেও স্থান দেন না। দিনরাত্রি ইনি সমগ্র গোকুল পর্য্যটন করিয়া দেখিতেছেন—কোথায় কোন্ নবযুবতি বিলাস করিতেছে। (৮২) ছলে বলে এবং অন্যান্য উপায়ে কেই বা গোপবধূগণকে নিরন্তর সম্ভোগ করিয়া করিয়া কামসমুদ্রের পরপারে যথেচ্ছ গমন করিতে সক্ষম হইয়াছে? (৮৩) স্নিগ্ধ সখীজন-গণের কৃপা লাভে আবার কখনও অন্য আকার ধারণ করিয়া নির্জ্জনে নবতরুণীর নিকট আসিয়া প্রকটভাবে নিজরূপ প্রকট করিতেও ইঁহাকে দেখা গিয়াছে। (৮৪) অধিক কি বলিব? শিশুত্বের অনুকরণ করিয়াও [অর্থাৎ স্বভাবে কিশোর হইয়াও বয়সে শিশুরূপ ধারণ করিয়া] বহুবিধ নাগরকলাবিৎ ইঁহার গোপীজনগণের ক্রোড়দেশে অবস্থানকালে তাঁহাদের অধররসপানে চাঞ্চল্য এবং কুচকোরক স্পর্শ করিবার জন্য করচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। (৮৫) ব্রজের পথে পথে নবকিশোরী দর্শন করিয়া করিয়া তিনি চিন্তা না করিয়াই কঞ্চুক অপসারণ পূর্ব্বক কুচযুগ মর্দ্দন করেন এবং সহসা মত্ত হইয়া আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া থাকেন।

সুতয়া মিলতি মিলত্যাপি বধ্বা মিলতি ভগিন্যাপ্যথ পথি রুদ্ধা।
তদপি মহামোহন-বদনেক্ষা-স্থগিতা স্তস্থু র্বল্লবমুখ্যাঃ ॥ ৮৬ ॥
কাশ্চিদ্ বশয়তি কামকলাভিঃ কা অপি নৃত্যগীতবিদ্যাভিঃ।
কাশ্চন তরলীকুরুতে মুরলী-বাদন-খুরলীভি র্বনমালী ॥ ৮৭ ॥
কাশ্চন তৎপতি-বেশবিনোদৈঃ কাশ্চিদ্ গ্রহভীত্যাদ্যপনোদৈঃ।
কাশ্চন দূতিকয়া বহুমানৈঃ কাশ্চিদ্ বংশীহারণধরণৈঃ ॥ ৮৮ ॥
কাশ্চিৎ স্বয়মনুনয়নে ধ'ন্যা দ্যূতজিতা স্তৎপতিত স্তন্ব্যাঃ।
আকর্ষতি কাশ্চন মন্ত্রাদ্যৈঃ কাশ্চন চীরহার-হরণাদ্যৈঃ ॥ ৮৯ ॥
বনভুবি পুষ্পাবচয়ন-সক্তাঃ কাশ্চন চৌর্য্যারোপাদ্ ভুক্তাঃ ॥
অন্যাশ্চিত্রেক্ষণ-কুতুকেন ভীষণজন্তুরূপ-ভজনেন ॥ ৯০ ॥

---

(৮৬) কাহারও কন্যার সহিত, কাহারও বধূর সহিত এবং কাহারও বা ভগিনীর সহিত ইনি মিলন (সম্ভোগ) করিতেছেন। তথাপি কিন্তু সেই গোপশ্রেষ্ঠগণ ইহার পথরোধ করিলেও ইঁহার মহামোহন বদন-নিরীক্ষণে স্থগিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন! (৮৭) বনমালী কোনও কোনও গোপরামাকে কামকলাদিদ্বারা কাহাকেও নৃত্যগীতবিদ্যাদ্বারা বশীভূত করেন। আবার কাহাকেও ইনি মুরলীবাদনরূপ শরাঘাতে চঞ্চলায়িত করিয়া থাকেন। (৮৮) কোনও কোনও রমণীর পতিবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দদানে, কাহারও বা গ্রহভয় প্রভৃতি দূরীকরণে, কাহাকেও বা দূতীদ্বারা বহুমান-দানে এবং অপরাপর গোপীগণকে বংশীহারণ ও ধরণে বশীভূত করেন। (৮৯) কোনও কোনও গোপীকে স্বয়ং অনুনয় করিয়া, অপর কাহাকেও বা দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহাদের পতির নিকট হইতে জয় করিয়া, কাহাকেও মন্ত্রাদিদ্বারা এবং কাহাকেও বস্ত্র ও হার প্রভৃতির চৌর্য্যাদি দ্বারা তিনি সম্ভোগ করেন। (৯০) বনপ্রদেশে

দেবনটীরূপাচরণেন মোহয়তীন্দ্রজাল-রচনেন।
অন্যা স নয়ন্ যমুনা-পারং রতিমেবাতরমাত্তোদারং ॥ ৯১ ॥
গোকুল-কুলজ-বধূটিকয়া সহ ন কয়া সঙ্গতিরস্য বভূব হ।
উন্মদ-মদনরসৈক-প্রকৃতেস্তদপি মনোঽস্য ন নির্বৃতিময়তে ॥ ৯২ ॥
স কদাচিন্নব-বৃন্দাবিপিনং প্রাবিশদেকঃ স্মররস-সদনং।
ক্বাপি কদম্বতলে স্মরখিন্নঃ সুপ্তস্তৎপ্রশমন-নির্বিণ্নঃ ॥ ৯৩ ॥
স্বপ্নে দর্শনমস্য ত্বমগা লীলাখেলপরাদ্ভুত-রসদা।
কিমপি চ লজ্জা-নতবদনা সা গদিতবতী মধুরং সবিলাসা ॥ ৯৪ ॥

কোনও গোপীকে পুষ্পচয়নে আসক্ত দেখিয়া ইনি তাঁহাদের প্রতি চৌর্য্যাপবাদদানে এবং অপরাপর গোপীকে বিচিত্র বস্তুদর্শন-কৌতুকে ভীষণ জন্তুর রূপধারণপূর্ব্বক ইনি সম্ভোগ করেন। (৯১) কখনও বা দেবনটীর রূপধারণে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া কাহাকেও মোহিত করেন, আবার কাহাকেও বা যমুনাপারে উত্তারণ করিয়া পরম সুন্দর আতর (নৌকা-ভাড়া) স্বরূপে রতি ভিক্ষা করেন। (৯২) কোন্ বা গোকুল-কুলবালার সহিত ইহাঁর সঙ্গম হয় নাই? তথাপি কিন্তু এই উন্মদ-মদন-রসৈক-স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রের মন নির্বৃতি (পরম শান্তি) লাভ করিতেছেন না। (৯৩) কোনও সময়ে তিনি একাকী কামরস-মন্দির নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কামশরে খেদান্বিত এবং তাহার প্রশমন-বিষয়ে নির্বেদযুক্ত হইয়া কোনও কদম্বতলে শয়ন করিয়াছিলেন। (৯৪) লীলাবিলাস পরায়ণা ও অদ্ভুত রসদায়িকা তুমি তাঁহার স্বপ্নমধ্যে উদিত হইয়া লজ্জা নম্রবদনে বিলাসভঙ্গীক্রমে তাঁহাকে মধুরস্বরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছিলে।

"কিং কথয়ে ত্বাং জীবিতনাথ ! রাধা ত্বৎপ্রেমৈব ননাথ।
ত্বন্তু ব্রজযুবতীভি র্বিহরসি মাং নিজকান্তাং নৈব স্মরসি" ॥ ৯৫ ॥
ইত্যাকর্ণ্য পরম-রসসারং ত্বদ্‌বচনামৃতমসমোদারং।
যাবৎ প্ররুদন্ পদয়োঃ পততি তাবজ্জাগরিতো ভুবি লুঠতি ॥ ৯৬ ॥
তদবধি পরমাবিষ্টঃ স যুবা ব্রজমথ বৃন্দাবনমন্যদ্বা।
রাধা রাধেত্যবিরতজাপঃ প্রাটতি রাধাধ্যায্যুরুতাপঃ ॥ ৯৭ ॥
প্রথমোদ্দেশং তব সুসখীতঃ শ্রুত্বা তদ্ভাবং চ প্রতীতঃ।
অন্যোপায়ৈ র্মিলনমপশ্যন্ বেণুরবৈস্ত্বাহ্বয়দতিহৃষ্যন্ ॥ ৯৮ ॥
তাং তু মহামোহন-মুরলীধ্বনি মাকর্ণ্যৈব লোকনিগমাধ্বনি।

---

(৯৫) "হে প্রাণনাথ ! তোমাকে আর কি বলিব ? রাধা তোমার প্রেমই ভিক্ষা করিতেছে। তুমি ত ব্রজযুবতীগণের সহিতই বিলাস করিতেছ; নিজপ্রেয়সী আমাকে আর স্মরণই করিতেছ না !!" (৯৬) পরমরস-নির্য্যাস-স্বরূপ তোমার এই অতুলনীয় মনোহর বাক্যামৃত শ্রবণপুটে পান করিয়া তিনি যখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তোমার চরণযুগলে পতিত হইয়াছেন, তখনই আবার (নিদ্রাবিগমে) জাগরিত হইয়া তিনি পৃথিবীতে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন !! (৯৭) সেই সময় হইতে সেই যুবা (কিশোর) পরমাবিষ্ট হইয়া ব্রজে, বৃন্দাবনে এবং অন্যত্র 'রাধা রাধা' এই নামই অবিরত জপ করিতে করিতে রাধাধ্যানে বহু তাপিত হইয়া পর্য্যটন করিতেছেন। (৯৮) তোমার কোনও প্রাণপ্রিয়া সখীর নিকট তোমার প্রথমোদ্দেশ পাইয়া এবং তোমার ভাবও অনুভব করিয়া তিনি অন্য উপায়ে মিলন অসম্ভব বুঝিয়া অতি আনন্দিতচিত্তে বেণুরবেই তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। (৯৯) সেই মহামোহন

দৃঢ়তর-হেয়ধিয়ো ব্রজবনিতা আযযুরস্যান্তিকমপি ন মতাঃ ॥ ৯৯ ॥
অপি ন কটাক্ষ-নিরীক্ষণমাসু ত্বৎপ্রণয়ী কুরুতেঽনুরতাসু ।
অনিশমৌবাদ্ভুত-রসভাবং খিন্ন স্তৃৎপদনূপুর-রাবং ॥ ১০০ ॥
পশ্যন্নপি স ন পশ্যতি কিঞ্চিৎ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোতি স কিঞ্চিৎ ।
ত্বামনু চিন্তয়তে ব্রজনাথঃ সন্তত-বিহিত-ত্বদ্গুণগাথঃ ॥ ১০১ ॥
ক্বাসি প্রেয়সি! হা হা রাধে! ময্যনুকম্পাং কুরু পুরুবাধে ।
স্মৃত্বা মামুপযাহি ত্বরিতং বৃন্দাবিপিনং কুরু সুখ-ভরিতং ॥ ১০২ ॥
অথবা সহজসুবৎসল-হৃদয়ে নাযাস্যসি কথমনুগত-সদয়ে ।
তিষ্ঠসি কুঞ্জে ক্বাপি নিলীনা রীতিরিয়ং তব সুরস-ধুরীণা ॥ ১০৩ ॥

মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়াই লোকবেদমার্গে দৃঢ়তর হেয় বুদ্ধিস্থাপনা পূর্ব্বক ব্রজবালাগণ ইহাঁর নিকটে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে আদরই করেন নাই। (১০০) তোমার প্রণয়ী কিন্তু ঐ সকল অনুরক্ত অবলা-গণের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন নাই; যেহেতু তিনি অদ্ভুতরসভাবজনক তোমার পদনূপুরধ্বনি শুনিতে না পাইয়া খিন্ন হইয়াছেন। (১০১) তিনি দেখিয়াও কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিয়াও কিছুই শুনিতেছেন না অর্থাৎ তত্তৎ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন না। সেই ব্রজনাথ কেবল তোমারই চিন্তা করিতেছেন এবং নিরন্তর তোমারই গুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন। (১০২) "হে প্রেয়সি! হে রাধে!! তুমি কোথায় আছ হে? তোমার বহুতর বাধা বিপত্তি আছে, আমি জানি—তথাপি কৃপা কর হে!! আমাকে স্মরণ করিয়া একবার শীঘ্র বৃন্দাবিপিনে আসিয়া আমাকে (বা সমগ্র বৃন্দাবনকেই) সুখভরিত কর [প্রচুরতর আনন্দদান কর]। (১০৩) অথবা তুমি ত সহজেই স্নিগ্ধ-হৃদয়া হে! তুমি ত মাদৃশ অনুগতজনের

এবং প্রলপতি বহুধা কৃষ্ণস্ত্বৎসঙ্গম-রসমাত্র-সতৃষ্ণঃ।
ত্বামুপনীয় ধ্যানাৎ পুরতঃ স ভবতি রসময়-চেষ্টানিরতঃ ॥ ১০৪ ॥
চন্দ্রাবল্যাদ্যখিলমনোজ্ঞ-ব্রজবররামা অপি স রসজ্ঞঃ।
কৃতচাটূক্তীঃ পশ্যতি ন দৃশা শ্বসিতি পরং তব রতিরস-সুতৃষা ॥ ১০৫ ॥
নান্যতরুণ্যা বার্ত্তাঃ কুরুতে নান্যাদত্তং পিবতি ন ভুঙ্‌ক্তে।
অন্যাস্পর্শন-দর্শনবিরুচি স্ত্বৎপরতায়ামাস্তে স শুচিঃ ॥ ১০৬ ॥
বিলপত্যতিকরুণং তব বন্ধু র্ধৃতবাষ্পৌঘো যুবতি মুখেন্দুঃ।
স্থিরচরসত্ত্বান্যপি চক্রন্দু র্বৃন্দাবিপিনমশ্রুজলসিন্ধু ॥১০৭ ॥

প্রতি সদয়াই হে !! কেনই বা এই ব্রজবিপিনে আসিবে না? বুঝিয়াছি—তুমি কোনও কুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়াছ! তোমার এই রীতি সুন্দর ও রসপ্রচুরই বটে!" (১০৪) এইভাবে তোমার সহিত সঙ্গমরসমাত্রেই তৃষ্ণাশীল কৃষ্ণচন্দ্র বহুশঃ প্রলাপ করিতেছেন। ধ্যানবলে তোমাকে সন্মুখীন করিয়া তিনি রসময় চেষ্টাতে নিরত হইয়াছেন। (১০৫) চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিখিল মনোজ্ঞ ব্রজযুবতিগণ বহু বহু চাটুবাদ করিলেও কিন্তু সেই রসজ্ঞ তাঁহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছেন না; বরং তোমার সহিত রতিরস-পিপাসু হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসই ত্যাগ করিতেছেন। (১০৬) অন্য কোনও তরুণীর বার্ত্তা শ্রবণও করিতেছেন না, অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত পানীয় বা ভোজ্যাদি পান বা ভোজনও করিতেছেন না। অন্যান্য গোপীর দর্শন বা স্পর্শনে তাঁহার অরুচি হইয়াছে, কিন্তু তোমাতেই তিনি একান্ত নিষ্ঠা করিয়া পরম শুচি (পবিত্র) হইয়াছেন! (১০৭) তোমার বন্ধু অতিকরুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন। হে যুবতি রাধে! তাঁহার মুখচন্দ্র বাষ্পধারায় স্নাত হইতেছে। স্থাবর জঙ্গম প্রাণীনিচয়েরও ক্রন্দনে

শোষং নেষ্যতি হরিবপুরুষ্মা তব বৃন্দাবনমথ রুচিরাশ্মা।
কেলিগিরি স্তে দ্রবতাং যায়াৎ প্লাবিতমখিলং বাষ্পৈ র্ভূয়াৎ॥ ১০৮
সকলং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবিপিনং সকলং গোকুলমপি চ ব্যসনং।
পরমতুরন্তমশু সমুপৈতি সকল-প্রাণধনে পরিষীদতি॥ ১০৯॥
তদুরুনিতম্বে ন কুরু বিলম্বং চল সখি! কৃত-মৎপাণ্যবলম্বং।
মদকল-কাদম্বক-নিকুরম্বং তব গতিভঙ্গ্যা ভজতু বিড়ম্বং॥ ১১০॥
অথ দুর্দ্ধরতর-মন্মথবাধা কিমপি গদিতুমশকন্নহি রাধা।
তদ্দয়িতালি র্বহুরসবনিতা গিরমতিললিতামবদল্ললিতা॥ ১১১॥
চল সুন্দরি! কিং বহুবচনেন বয়মতিতৃপ্তাঃ কৃষ্ণগুণেন।
যৈরনুভূতং তস্য ন চরিতং তচ্ছ্রবণং কুরু তদ্‌গুণ-ভরিতং॥ ১১২॥

বৃন্দাবন অশ্রুজলের সিন্ধু হইয়াছে!! (১০৮) শ্রীহরির দেহতাপ তোমার বৃন্দাবনকে শুষ্ক করিবে। আর মনোজ্ঞ প্রস্তরখণ্ড-শোভিত তোমার কেলিগিরিও (গোবর্দ্ধনাদি) দ্রবীভূত হইবে অথবা নিখিল ব্রজমণ্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইবে!! (১০৯) সকলের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ হওয়াতে অদ্য সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন এবং সমগ্র গোকুল পরম দুরন্ত বিপদাক্রান্ত হইয়াছে। (১১০) অতএব হে গুরু-নিতম্বিনি! আর বিলম্ব করিও না। হে সখি! আমার হস্তাবলম্বন করিয়া এক্ষণই চল। তোমার গতিভঙ্গী দেখিয়া মদকল কলহংস-নিচয় বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ লজ্জিত হউক। (১১১) অনন্তর দুঃসহতর মন্মথপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শ্রীরাধা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার প্রিয় সহচরী বহুরসময়ী ললিতা অতিললিত (মনোজ্ঞ) বাক্যে বলিলেন—(১১২) "হে সুন্দরি! এক্ষণে এস্থান ত্যাগ কর। বহু বাক্যবিন্যাসে কি প্রয়োজন? আমরা কৃষ্ণগুণে বেশ তৃপ্ত হইয়াছি!!

বক্রিমশালি-শ্যামলবপুষঃ কাহস্থা ঋজুশুচিতায়াং মনসঃ।
কৃত্রিম এব প্রেমবিকার স্তস্য মৃষা বা ত্বদ্ব্যাহারঃ ॥ ১১৩ ॥
পশ্য দূতি! বহুবল্লভ এষ ব্রজপুরতরুণী-মোহনবেশঃ।
বেণুধ্বনি-হৃত-গোপীবৃন্দঃ কথমিহ সখ্যা মম সুখগন্ধঃ? ১১৪ ॥
মনুতে যদি দয়িতাগণ-মুখ্যাং স মম সখীং নিজপরমাভিখ্যাং।
তৎ কথমাদৌ ন তয়া মিলিতঃ প্রাপ্তানুজ্ঞোঽন্যাভি র্ন যুতঃ ॥ ১১৫ ॥
তদলমলং কপটৈকপরেণ প্রকটিত-মিথ্যাপ্রেমভরেণ।
তেন দিনদ্বয়মেকীভবতা পুনরথ পরমৌদাস্যং ভজতা ॥ ১১৬ ॥
কিঞ্চাস্মাকং কণ্ঠগতেষু প্রাণেষস্যাং ব্রজবরতনুষু।
রাধাভর্ত্তা কথমিব শয়নং নেষ্যতি ধন্যামপি কৃতকরুণং ॥ ১১৭ ।

তাঁহার চরিত্র যাহারা কখনও অনুভব করে নাই, তাহাদের কর্ণেই কৃষ্ণগুণগান শ্রবণ করাও। (১১৩) 'ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্যামলদেহের মনের সরলতায় বা পবিত্রতায় কি বিশ্বাস আছে হে? তাঁহার প্রেমবিকার কৃত্রিম অথবা তোমার বাক্যই মিথ্যা। (১১৪) 'দেখ হে দূতি! এই কৃষ্ণ বহুবল্লভ, ইঁহার বেশটিই গোকুলযুবতিদের মোহকর, তিনি বেণুধ্বনি করিয়া গোপীগণকেই আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে আমার সখীর সুখগন্ধও কি প্রকারে হইতে পারে হে? (১১৫) 'তিনি যদি আমার সখীকে প্রিয়াগণমুখ্যা নিজের পরমশোভা-বিধায়িনী বা কীর্ত্তি-দায়িকাই মনে করিবেন, তবে কেন প্রথমতঃই তিনি ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন না? অথবা ইঁহার আদেশ লইয়া অন্যান্য গোপীদের সহিত সঙ্গ করিলেন না? (১১৬) 'অতএব সেই পরম কপট-শিরোমণির সহিত—সেই মিথ্যা প্রেম-প্রকটনকারির সহিত সম্পর্কে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। অহো! ইনি দিন দুই শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবেন আবার পরমুহূর্ত্তেই উদাসীন হইয়া পড়িবেন!! (১১৭) অপর কথা—

লক্ষ্মীতৎপতি-মোহন্যপি কা ব্রজভুব্যস্মৎসখ্যনুচরিকা।
ভবিতুং যোগ্যা সহ তৎপতিনা যা নির্লজ্জা কৃতরতিকলনা॥ ১১৮॥
গত্বা সর্বমিদং ত্বং বর্ণয় কামুক-মুকুটমণিং সখি! সুখয়!
স সুখং বিহরতু সহবহুরাম স্তাদৃশ-নিকটং ন বয়ং যামঃ॥ ১১৯॥
ক্রীড়তি স বহুকপট-নাটিকয়া মুগ্ধব্রজপুর-যুবতীঘটয়া।
সুমুখি! বয়ন্ত্বনুরাগমনন্যং বিভ্রতমেব ভজামো ধন্যং॥ ১২০॥
রাধৈকান্তিকভাবো ন ভবেৎ স যদি তদাস্যাং সঙ্গতি-বিভবে।
অস্তু নিরাশো মম তু সখীয়ং তাদৃশরতিহৃদ্ গময়তু সময়ং॥ ১২১॥
তত আগত্য তয়া পরিকথিতে সকলে রাধালীজন-লপিতে।
গোপীবেশস্থগিত-সমাজঃ স্বয়মচলচ্ছ্রীব্রজযুবরাজঃ॥ ১২২॥

আমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও এই শ্রীরাধারমণ কেনইবা ব্রজাঙ্গনাদিগের মধ্যে ধন্যা অন্য নারীকে করুণা করিয়া শয্যায় লইয়া যান হে? (১১৮) এই ব্রজবনে লক্ষ্মী এবং নারায়ণেরও মোহিনী কোন্ রমণী আছে যে নিজপতির সহিত আমাদের সখীর অনুচরী হইতে যোগ্য হইতে পারে? সেই নারী নির্লজ্জ বলিয়াই ত তাঁহার সহিত সুরতক্রীড়াদি করিয়াছে হে!! (১১৯) হে সখি! তুমি সেই কামুক-চূড়ামণির সম্মুখে গিয়া এই সব ব্যাপার নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সুখী কর। তিনি বহুকান্তা লইয়া সুখে বিহার করুন, আমরা কিন্তু ঐরূপ শঠ শিরোমণির নিকটেও যাইব না!! (১২০) তিনি বহু কপটতা প্রকট করিয়া মুগ্ধ ব্রজবনিতাদের সহিত ক্রীড়া করেন, হে সুমুখি! আমরা কিন্তু একান্ত অনুরাগী ধন্য (প্রেমিক) জনেরই ভজন করিব। (১২১) তিনি যদি রাধাতে একান্তভাব আশ্রয় না করেন, তবে ইহাঁর সহিত সঙ্গলাভে নিরাশই হউন আর আমার এই সখীও ঐ প্রকার রতি হৃদয়ে রাখিয়াই সময়যাপন করুন।" (১২২) তদনন্তর

দূতীগিরাপি চ যদা বৃষভানু পুত্রী
নৈবাগতা রসবিলাসবিধৌ বিদগ্ধা।
গত্বা তদা স্বয়মসৌ যুবতী-সুবেশ
স্তাং প্রেমবিহ্বলতনুং হরিরানিনায় ॥ ১২৩ ॥

দ্রুতমিব স গতো রাধারামং তদ্গুণচরিতৈঃ পরমাভিরামং।
শিরসি নিহিত-তচ্চরণ-পরাগঃ প্রাহ ললিতমতিবলদনুরাগঃ ॥ ১২৪ ॥
অহহ ! মহাদ্ভুত-ভাগ বিপাকে তব পদমতিদুর্লভমপি নাকে।
অদ্য দৃশাতিতৃষা পরিদৃষ্টং স্পৃষ্টং জনিফলমখিলং জুষ্টং ॥ ১২৫ ॥
তব পদপঙ্কজ-নখমণিচন্দ্র-জ্যোতিঃপ্রসরাদ্দিশি দিশি সান্দ্রঃ।
স্বানন্দামৃত-সিন্ধুরপারঃ স্যন্দত এবাদ্ভুতরসসারঃ ॥ ১২৬ ॥

সেই দূতী শ্যামসুন্দরের নিকট প্রত্যাগত হইয়া রাধার সখীজন বার্ত্তা নিবেদন করিলে শ্রীব্রজনবযুবরাজ তখন স্বয়ং গোপীবেশে সেই সমাজকে স্থগিত (বিস্ময়ান্বিত) করিয়া রাধাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(১২৩) যখন সেই রসবিলাসকলাবিদগ্ধা বৃষভানুনন্দিনী দূতীবাক্য শ্রবণ করিয়াও শ্যামসুন্দরের নিকট আসিলেন না, তখন স্বয়ং হরি যুবতির সুন্দর বেশ পরিগ্রহ করতঃ সেই প্রেমোন্মত্তা রাধাকে রাসমণ্ডলে আনয়ন করিলেন।

[১২৪-১৫৮] শ্রীরাধার গুণচরিত্রাদি গান করিতে করিতে পরম রমণীয় রাধা-কুঞ্জ-বাটিকায় তিনি শীঘ্রই উপনীত হইলেন এবং শ্রীরাধার চরণরেণু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক প্রবল অনুরাগভরে অতি সুন্দর কথায় বলিতেছেন—(১২৫) "অহো ! অদ্য মহা অদ্ভুত ভাগ্যফলে স্বর্গেও অতি দুর্লভ তোমার পদকমল অতি পিপাসিত নয়নে পরিদর্শন করিয়া স্পর্শ করিলাম !! নিখিল-জন্মফল অদ্যই করতলগত হইল !! (১২৬) "তোমার পাদপদ্মের নখমণিচন্দ্রসমূহের

আশ্চর্য্যা তে রূপ-চমৎকৃতি রাশ্চর্য্যা তে রুচিরুচ্ছলতি।
আশ্চর্য্যা তে মধুরবয়ঃশ্রী র্লাস্যৈ হরিরপি মূর্চ্ছতি সশ্রীঃ ॥ ১২৭ ॥
জন্মনি জন্মনি দাস্যা অপি তে দাস্যপদাশাং কা ন হি কুরুতে।
আস্তামপরং শ্যামরসোঽপি ত্বৎপদকমলে লভ্যঃ কোঽপি ॥ ১২৮ ॥
কোঽয়মহো মম ভাগ্যবিশেষঃ ফলিতো গলিতস্তর্কোঽশেষঃ।
যদিহ ময়া গতয়া হরিকার্য্যে প্রাপি পরশ্চিন্তামণিরার্য্যে !! ১২৯ ॥
রময়াপ্যতিদুর্লভপদরজসাং মৃগ্যো নিরবধি গোকুল-সুদৃশাং।
বৃন্দাবনবিধুরপি তব দাসী ভাগ কলায়া শ্চিরমভিলাষী ॥ ১৩০ ॥

জ্যোতির বিস্তারে দশদিকে নিবিড় অদ্ভুতরসনির্য্যাসময় অপারাবার স্বানন্দামৃত-সিন্ধুই প্রবাহিত হইতেছে হে! (১২৭) "আশ্চর্য্য তোমার রূপচমৎকৃতি, আশ্চর্য্য তোমার কান্তিকন্দলীর প্রসরণ, আশ্চর্য্য তোমার মধুর বয়সের শোভা-সমৃদ্ধি !! আহা! তোমার লাস্যে (নৃত্যে) লক্ষ্মীর সহিত হরিও (নারায়ণ) মূর্চ্ছিত হন [অথবা—পরম মনোজ্ঞ হরি (শ্যামসুন্দর) ও তোমার ভাবাশ্রয় নৃত্যদর্শনে মোহিত হন]। (১২৮) "অহো! জন্মে জন্মে তোমার দাসীরও দাস্যপদলাভের আশা কোন্ রমণীই না করিয়া থাকে? অধিক কি বলিব? [অপর কথা দূরে থাকুক] কোনও (অনির্বাচ্য) শ্যাম (উজ্জ্বল) রসও তোমার পদকমলেই লাভ হয় [অথবা—শ্যামসুন্দরে রস (প্রীতি) ও তোমারই চরণকমলে লাভ হয়]। (১২৯) "অহো! আমার এই কি ভাগ্য-বিশেষই ফলবান্ হইল! আমার অশেষ তর্ক (সংশয়) ও অদ্য তিরোহিত হইল! হে আর্য্যে (সরলে)! আমি হরিকার্য্যে যাইতে যাইতে এস্থলে পরম চিন্তামণিই লাভ করিলাম! (১৩০) "গোকুলযুবতিগণের অতিদুর্লভ পাদরজঃ স্বয়ং লক্ষ্মীও প্রার্থনা করেন। অধিক কথা কি? শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রও নিরন্তর

নাপেক্ষা মম মোহনরাজে তদ্ধিত হেতোঃ কৃতিমপি ন ভজে।
যন্মে ত্বৎসঙ্গাদন্যদকামাং তদপি তদুক্তং কথয়ে রমাং ॥ ১৩১ ॥
অয়ি বরসুন্দরি নাগরি রাধে ! কুরু হরিবচনে হৃদয়মবাধে।
যন্মম মুখতঃ শ্রবণপুটেন স্বদিতং ত্বাং বশয়েত রসেন ॥ ১৩২ ॥
পয়স ইব দ্রবভাবঃ সহজঃ প্রণয়মহোঘ স্তব ময়ি সুনিজঃ।
সুমুখি ! তদস্য কিমেবমসারং ময়ি কুরুষে গুণদোষবিচারং ? ১৩৩ ॥
তব রসপুষ্টিকৃতে ব্রজরামা মুরলিরবেণ হৃতা অভিরামাঃ।
তত্র বৃথা কিমুদ্‌ঘটয় দোষং ভবতু প্রাণেশ্বরি ! ভজ তোষং ॥ ১৩৪ ॥
গোপকিশোর্য্য স্তুদ্‌ভ্রমভুক্তাঃ কাশ্চন থূৎকৃত্যাথ ত্যক্তাঃ।
শ্রুত্বা কাশ্চিদনুত্তমরূপা স্ত্যক্তা অনুভূয়াননুরূপাঃ ॥ ১৩৫ ॥

তোমার দাসীরও সৌভাগ্যকলা অভিলাষ করিয়া থাকেন। (১৩১) "সেই মোহন রাজের প্রতি আমার কোনও অপেক্ষা (প্রীতি বা আকাঙ্ক্ষা) নাই, আর তাঁহার হিতের জন্যও কোনও যত্ন করিতেছি না; যেহেতু তোমার সঙ্গবলে আমার অন্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই। তথাপি শ্রীহরি যাহা বলিয়াছেন, সেই রমণীয় কথাই বলিতেছি। (১৩২) 'অয়ি বরাঙ্গনে নাগরি রাধে ! (হৃৎ) পীড়া-নাশন হরিকথায় হৃদয় দাও (মনোনিবেশ কর); কারণ, আমার মুখ হইতে নিঃসৃত কথা তুমি শ্রবণপুটে আস্বাদন (পান) করিলে তোমাকে রসময়ী করিয়া তুলিবেই। (১৩৩) জলের যেমন দ্রবীভাব সহজ (স্বাভাবিক), তদ্রূপ তোমারও মদ্‌বিষয়ে প্রণয়াতিশয্য অতিনিত্য। হে সুমুখি ! তবে কেন অদ্য বৃথা আমার গুণদোষ-বিচারে প্রবৃত্তা হইয়াছ ? (১৩৪) তোমারই রসপোষণ-জন্য অভিরমণীয় ব্রজরমণীগণকে মুরলীনিনাদে আহ্বান করিয়াছি, তাহাতে কেন তুমি দোষোদ্‌ঘাটন করিতেছ ? হে প্রাণেশ্বরি ! যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে; এক্ষণে সন্তুষ্ট হও। (১৩৫)কোনও,

অন্যা দশপঞ্চৈকীভূয় ক্ষিপ্তহ্রিয়ো মাং রহ আনীয়।
পাণৌ পীতপটে বা ধৃত্বা মত্তাঃ সকৃদধরমধু পীত্বা ॥ ১৩৬ ॥
একা কাপি তবাস্তে যোগ্যা ব্রজ ইতি দূতীজনবাগ্‌ভঙ্গ্যা।
কাচন কাচন ভুক্ত্বা ত্যক্তা সাংপ্রতমত্র বয়ং সুবিরক্তাঃ ॥ ১৩৭ ॥
হরি হরি কামমহাম্বুধি-পারং কা বা নেষ্যতি মাং সবিকারং।
স্থিতবানেবমহর্নিশমন্ত শ্চিন্তাততিমমিলন্নিজকান্তঃ ॥ ১৩৮ ॥
ত্বদ্‌বনমধ্য-সুপ্তমতিবিধুরং ত্বং মা বোধিতবত্যসি মধুরং।
স্বাত্মানং শ্রীরাধানাম্নীং প্রকটিতমচ্চিন্তাতিগ-ধাম্নীং ॥ ১৩৯ ॥

কোনও গোপকিশোরীকে তোমার ভ্রমে সম্ভোগ করিয়াছি। কাহাকেও বা থুৎকার করিয়া ত্যাগ করিয়াছি! কাহারও বা অত্যুত্তম রূপের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে অসদৃশ অনুভব করিয়া ত্যাগ করিয়াছি!! (১৩৬) অপরাপর রমণী দশ পাঁচজন মিলিত হইয়া নির্লজ্জভাবে আমার হস্তে বা পীতপট ধারণ করতঃ রহঃস্থানে আনয়নপূর্ব্বক একবারমাত্র অধরমধু পান করিয়াই উন্মত্ত হইয়াছে! (১৩৭) "হে নাগর! এই ব্রজে এক রমণী আছেন, তিনিই তোমার যোগ্যা"—দূতীর এই বাক্যভঙ্গীতে কোনও কোনও গোপীকে সম্ভোগ করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে এবিষয়ে আমি অতিশয় বিরক্তই হইয়াছি! (১৩৮) হরি হরি!! বিকারগ্রস্ত আমাকে কেই বা কাম-মহাসমুদ্রের পরপারে নিবে হে?—অহর্নিশি এইভাবেই অবস্থান করিয়াছি, তোমার নিজপ্রাণনাথকে মানসচিন্তাজালে জড়িত করিয়াছে। (১৩৯) তৎপর আমি অতিবিরহব্যথিত হইয়া তোমার বনের মধ্যদেশে শয়ন করিলাম, তখন (স্বপ্নচ্ছলে) তুমি নিজের মধুর শ্রীরাধানাম-শ্রবণ করাইয়া এবং আমার চিন্তাতীত স্বরূপ দেখাইয়া আমাকে জাগরিত করাইয়াছ!

স্বপ্নে জাগরণে বা প্রেয়সি ! পূর্বমপি ত্বং হৃদি মে স্ফুরসি ।
বহিরিদমনুপলভ্য তব রূপং বংভ্রমামি কৃতমিথ্যারোপং ॥ ১৪০ ॥
সহজাদেব তু দিব্যা মুরলী স্বয়মধিগায়তি নামগুণালীঃ ।
তব পরমাদ্ভুত-মধুরিম-ভরিতা দিননিশি ন ময়া ক্ষণমপি রহিতা ॥ ১৪১ ॥
গায়তি মুরলী মম কিমপূর্বং সন্ততমিতি বিস্মিতধীরভবং ।
অহহ পুরা করুণাময়ি ! সংপ্রতি ধন্যতমাং স্তৌমি নিশমমূং প্রতি ॥ ১৪২॥
অনয়া সহজত্বদ্‌গুণরসয়াপ্যন্ত কৃতা ত্বয়ি কাকুপ্রচয়াঃ ।
দুস্তর-কামকদন-দলনায় প্রেয়সি ! কথমপি তব মিলনায় ॥ ১৪৩ ॥

---

(১৪০) "হে প্রেয়সি ! স্বপ্নে বা জাগরণে তুমি পূর্ব্ব হইতেই আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছ ! বাহিরে তোমার এই রূপ না পাইয়া (দেখিয়া) ইতস্ততঃ মিথ্যা বিষয়ে [তোমা ভিন্ন অন্য নারীতে তোমারই রূপ] আরোপ করিয়া এযাবৎ ভ্রমণ করিতেছি !! (১৪১) সহজেই দিব্য মুরলী স্বয়ং তোমার নাম-গুণাবলি উচ্চৈঃস্বরে গান করে—উহা তোমার অদ্ভুত মাধুরীতে পরিপূর্ণা বলিয়া আমি দিবানিশি ক্ষণকালের জন্যও উহাকে ছাড়িতে পারি না। (১৫২) আমার মুরলী নিরবধি এই কি অপূর্ব্ব গান করে ?—এই ভাবিয়া আমি পূর্ব্বে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম ! অহো ! করুণাময়ি ! এক্ষণে (ঐ গানের তাৎপর্য্য বুঝিয়া) ঐ ধন্যতমা মুরলীকে আমি সর্ব্বদা স্তবই করিতেছি। (১৪৩) সহজেই তোমার গুণরসোন্মত্তা এই মুরলী অদ্য তোমার সম্বন্ধে বহু কাকুর্বাদ করিয়াছে। হে প্রেয়সি ! [তাহার কারণও বলিতেছি—] দুস্তর কামপীড়া নাশ করিয়া যে কোনও প্রকারে তোমার সহিত আমার মিলন করাইবার উদ্দেশ্যেই উহা নিনাদিত হইয়াছে।

ত্বন্নামৈকপরা মম মুরলী স্বয়মায়ন্মুগ্ধা কুলটালী।
তত্র ন কুরু ময়ি দোষারোপং ননু রসরূপমপি ত্যজ কোপং ॥ ১৪৪ ॥
ত্বৎসঙ্গম-রসনিবসজ্জীবঃ প্রণয়িনি শঙ্কারহিতোঽতীব।
দীনদয়ার্ত্তঃ কুতুকিত-হৃদয়ঃ খেলাম্যাহূত-গোপীনিচয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥
সুপ্রসন্নবদনাং ন নিরীক্ষে ত্বাং যদি কৃতমজ্জীবনরক্ষে।
কো নু তদা মম কৌতুককামঃ কায়াদেরপি বৃত্তি-বিরামঃ ॥ ১৪৬ ॥
ক্ষান্তি-স্নেহ-কৃপাময়-প্রকৃতে নিজভৃত্যে ময়ি দীনে প্রণতে।
কর্ণজাপমপি কুর্বত্যালি-নিকরে নেক্ষ্যাপ্যাগঃপটলী ॥ ১৪৭ ॥
অথ হতভাগ্যতমে ময়ি রাধে! নাশু প্রসীদস্যসদপরাধে।
ত্বৎপদকাঙ্ক্ষিত-বৃন্দাবিপিনে কাপি দশা স্যান্মম মৃগনয়নে ॥ ১৪৮ ॥

---

(১৪৪) আমার মুরলী কেবল তোমারই নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে; কিন্তু মুগ্ধা কুলটা রমণীরা স্বয়ংই আগত হইয়াছে! তাহাতে আমার প্রতি তুমি দোষারোপ করিতে পার না। হে রাধে! তোমার এই কোপ (মান) রসনিদান হইলেও এক্ষণে ইহা ত্যাগ কর। (১৪৫) হে প্রণয়িনি! তোমারই সঙ্গমরসের আশায় জীবিত-প্রাণ আমি নিরতিশয় নিঃশঙ্ক হইয়াছিলাম। আমি দীনজনের প্রতি দয়ার্ত্ত এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তখন সমাগত গোপীমণ্ডলীর সহিত খেলা করিয়া থাকি। (১৪৬) আমার জীবনরক্ষা-বিষয়ে যদি তোমাকে সুপ্রসন্ন-বদনাই না দেখি, তবে আমার সেই কৌতুক বা কাম অতি তুচ্ছ; [অধিক কি বলিব?] আমার দেহাদির বৃত্তিসমূহও তখন বিরত হইবে অর্থাৎ জীবন বিসর্জন করিব। (১৪৭) হে ক্ষান্তি-স্নেহ-কৃপাময়ি রাধে! তোমার নিজ ভৃত্য দীন প্রণত এই আমাবিষয়ে সখীসমূহ তোমার কর্ণমূলে বহুপ্রকারে নিন্দাবাদ করিলেও তুমি তাহাতে দোষরাশি অন্বেষণ করিও না। (১৪৮) "হে মৃগনয়নে রাধে! [শেষ

শ্রুত্বৈবং হরিবাক্যকদম্বানেষ্যসি যদি চল তিষ্ঠ সুখং বা।
মম তু ভবত্যাঃ শ্রীপদকমলাদিতরপদে ধী স্তনুরপি ন চলা ॥ ১৪৯ ॥
সাশ্রু সগদ্গদমিতি নিগদন্তং কান্তাবেশধরং নিজকান্তং।
বিস্ময়মূকাস্বালিষু রাধা প্রাহ সরসমিদমনুরাগান্ধা ॥ ১৫০ ॥
শ্যামলগোপকিশোরি ত্বয়ি মে কৃষ্ণ ইবাত্মা প্রীতিং চকমে।
ক্ব স্থিতবত সি কালমিয়ন্তং পুণ্যৈ স্তব মুখমৈক্ষি সুকান্তং ॥ ১৫১ ॥
প্রায় স্তীব্রতরানুধ্যাতঃ কৃষ্ণ স্ত্বং মম সুসখীভূতঃ।
ইদমতিভদ্রতরং যদশঙ্কং সাধু নিধাস্যে প্রিয়তমমঙ্কম্॥ ১৫২ ॥

কথা এই যে] যদি হতভাগ্যতম নিরপরাধ আমার প্রতি শীঘ্রই প্রসন্ন না হও, তবে তোমার পদচিহ্নাঙ্কিত এই বৃন্দাবিপিনে আমার কোনও এক দশা (মৃত্যু) হইবে জানিও!!" (১৪৯) শ্রীহরির এই বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া যদি তুমি যাইতে ইচ্ছা কর, তবে চল, অথবা এস্থানে সুখে অবস্থান কর। আমার মন কিন্তু তোমার চরণকমল ব্যতিরেকে অন্যত্র বিন্দুমাত্রও চলে না। (১৫০) অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে গদ্গদবাক্যে কান্তা-বেশধারী নিজকান্ত শ্যামসুন্দর এইরূপ ভাবে বলিতে থাকিলে সখীগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া নীরব রহিলেন। তখন অনুরাগে অন্ধীভূতা শ্রীরাধা তাঁহাকে রসভরে এই কথাই বলিলেন—(১৫১) "হে শ্যামল গোপকিশোরি! তোমাকে দেখিয়া আমার মন শ্যামসুন্দরের ন্যায় প্রীতিময় আচরণে বাঞ্ছা করিতেছে। এতাবৎকাল তুমি কোথায় ছিলে হে? বহুপুণ্যফলে অদ্য তোমার পরম সুন্দর মুখ দর্শন করিলাম। (১৫২) পুনঃ পুনঃ তীব্রতর অনুধ্যাত হইয়া [তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহে স্মরণ করিয়া] কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) তুমি আমার মনোহর সখীরূপে আগত হইয়াছ। ইহা অতি সুন্দরই বটে যে

যদি মম কথমপি তাদৃশবেশঃ স্মৃতিপথমেয়ান্নিজহৃদয়েশঃ।
বর্হোত্তংসা বাদিত-বংশা সুখয়িষ্যসি মাং ত্বং তদ্বেশা॥ ১৫৩॥
যদপি পরার্দ্ধান্ হরিরপরাধানকৃত তথাপি ক্ষমতে রাধা।
যত্তে বদনচন্দ্র-সৌন্দর্য্যং স্বমপি মমাক্রীণাদাশ্চর্য্যং॥ ১৫৪॥
এহ্যেহি স্ফুটনীলসরোরুহ-সুকুমারাঙ্গি সখীমুপগূহ।
স্নেহোত্তরলে মাং হরিবিরহ-প্রভবঃ শাম্যতু বত তনুদাহঃ॥ ১৫৫॥
ইত্যুক্ত্বাসীদ্ বৃষভানুসুতা সপদি বিবৃদ্ধপ্রণয়াবশতা।
প্রাণপতিং পুলকাঞ্চিতগাত্রা পরিরভ্যাস্তে মুকুলিতনেত্রা॥ ১৫৬॥
অথ পরিরভ্য হরিঃ পরিচুম্বন্মুখমরসয়দপি চাধরবিম্বং।
কুচমুকুলে নখরাঙ্কুরদায়ী কৃষ্ণোঽভূৎ পুনরিতি বা কুস্মায়ী॥ ১৫৭॥

আমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রিয়তমকে উত্তমরূপে ক্রোড়দেশে স্থাপন করিব! (১৫৩) যদি এই প্রকার বেশভূষায় শোভিত আমার হৃদয়েশ্বর কখনও আমার স্মৃতিপথে আসেন—তবে তুমি মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত চূড়া ধারণ করিয়া বংশীবাদন করিতে করিতে ঐ বেশে তুমিই আমাকে সুখদান করিতে পারিবে। (১৫৪) যদ্যপি শ্রীহরি পরার্দ্ধ-সংখ্য অপরাধও করে, তথাপি রাধা তাহাকে ক্ষমা করিবে। তোমার এই আশ্চর্য্য বদনচন্দ্র-সৌন্দর্য্যই যে আমার যথাসর্ব্বস্ব ক্রয় করিয়াছে হে!! (১০৫) হে স্ফুজাত-নীলকমলবৎ সুকুমারাঙ্গি! এস এস—এই সখীকে আলিঙ্গন কর। হে স্নেহচঞ্চলে! আমার হরিবিরহজাত দেহতাপ (আলিঙ্গনদানে) প্রশমিত কর।" (১৫৬) এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বৃষভানুনন্দিনী বিবর্দ্ধিষ্ণু প্রণয়রস-ভারে অবশ হইলেন এবং পুলকাঞ্চিত-কলেবরে প্রাণপতিকে পরিরম্ভণ করিয়া নেত্র মুদ্রিত করিলেন। (১৫৭) তদনন্তর হরিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া

জ্ঞাতং জ্ঞাতমহো রসভরিতং ধূর্ত্তমণে ! তব সকলং চরিতং।
ইতি সহসিত রাধেরিত-হৃষ্টঃ কুঞ্জগৃহান্তঃ সপদি প্রবিষ্টঃ ॥ ১৫৮ ॥

কলিতযুবতিবেশো মানিনীমেত্য রাধাং
হরিরনুনয়-কাকুব্যাকুলোক্তি-প্রপঞ্চৈঃ ।
সপদি সহজবৃদ্ধ-প্রীতিদত্তাঙ্গসঙ্গাং
স জয়তি পরিহৃষ্যন্ গাঢ়মালিঙ্গ্য কান্তাং ॥ ১৫৯ ॥

অথ সহজোজ্জ্বল-ভাবোজ্জৃম্ভঃ প্রিয়য়া লম্ভিত-ভুজপরিরম্ভঃ।
প্রকটতনুঃ স শ্যামকিশোর স্তন্মিলিত শ্চলিতো রতিচোরঃ ॥ ১৬০ ॥
তৌ রসমূর্ত্তী রাধাকৃষ্ণৌ শ্রীবৃন্দাবন-রাস-সতৃষ্ণৌ ।
অতিশুশুভাতে মোহনবেশৌ প্রতিপদ-বিরচিত-কেলিবিশেষৌ ॥ ১৬১ ॥

মুখচুম্বন করিতে করিতে অধরবিম্ব আস্বাদন [অধরসুধাপান] করিলেন। কুচমুকুলে নখরাঘাত করিতে করিতে পুনরায় কৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিতে লাগিলেন। (১৫৮) 'হে ধূর্ত্ত-শিরোমণি ! অহো ! তোমার রসভরিত সকল চরিত্রই অবগত হইলাম !!' শ্রীরাধার এই হাস্যোক্তিতে হৃষ্টচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সহসাই কুঞ্জগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(১৫৯) শ্রীহরি যুবতিবেশ পরিগ্রহণ করিয়া মানিনী শ্রীরাধার নিকটে আগত হইলেন, বহুবিধ অনুনয় বিনয় কাকূক্তি করিয়া শীঘ্রই কান্তামণি শ্রীরাধার সহজ বিবর্দ্ধিষ্ণু প্রীতিভরিত অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন।

[১৬০-১৬৯] সহজ উজ্জ্বল ভাবময় সেই রতিলম্পট শ্যামকিশোর প্রিয়ার ভুজ-পরিরম্ভণ প্রাপ্ত হইয়া [যুবতিবেশ পরিহার করত] স্বদেহ প্রকট করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া (একত্র) রাসমণ্ডলে যাত্রা করিলেন। (১৬১) শ্রীবৃন্দাবনে রাসরসে তৃষ্ণাশীল সেই রসমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ মোহনবেশে

গৌরশ্যামল-মোহনমূর্ত্তী নিরবধি-বর্দ্ধি-মদনরসপূর্ত্তী।
নিরুপম-নবতারুণ্য-প্রবেশৌ রাসবিলাসোচিত-বরবেশৌ ॥ ১৬২ ॥
বেণীচূড়া-রচিত-সুকেশৌ মিথ উদ্ভবদতিমদনাবেশৌ।
অরুণ-পীতপটবর-পরিধানৌ দিশি দিশি বিসরদ্দীপ্তি-বিতানৌ ॥ ১৬৩ ॥
রতি-রতিনায়ক-কোটিবিলাসৌ মধুর-বিলোকপরস্পরহাসৌ।
মিথ আশ্লেষিত-নিজতনুদেশৌ পুলক-মুকুল-কুল-সততোন্মেষৌ ॥ ১৬৪ ॥
মিথ উরুবিধকৃত-নর্মালাপৌ নবনব-নির্মিত-কেলিকলাপৌ।
বিবিধভঙ্গিগতিবিজিত-মরালৌ নূপুর-রসনা-ক্বণিত-রসালৌ ॥ ১৬৫ ॥

অতিশয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতি পদেই বিশেষ বিশেষ কেলিবিলাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (১৬২) সেই গৌরশ্যাম মোহনমূর্ত্তি-যুগল নিরন্তর-বর্দ্ধিষ্ণু মদনরসপূরিত হইয়া অনুপম নব-তারুণ্যের উন্মেষে রাসবিলাসোচিত অত্যুত্তম বেশে সজ্জিত হইলেন। (১৬৩) তাঁহারা সুন্দর কেশে বেণী এবং চূড়া রচনা করিয়াছেন—পরস্পরের মদনাবেশ ক্রমঃশই উদিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের পরিধানে অরুণবর্ণ ও পীতবর্ণ অত্যুত্তম বসন এবং তাঁহারা দিকে দিকে দীপ্তিরাশি প্রসারিত করিতেছেন। (১৬৪) তাঁহারা কোটি কোটি রতি ও কামদেবের বিলাসরস প্রকাশ করিতেছেন। পরস্পরের প্রতি মধুর নিরীক্ষণে পরস্পর (মধুর) হাস্য করিতেছেন; নিজ তনুকে পরস্পরদ্বারা আলিঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং সর্বদাই তাঁহাদের অঙ্গে পুলকাবলিরূপ মুকুল (অঙ্কুর) সমূহের উন্মেষ (উদয়) দেখা যাইতেছে। (১৬৫) পরস্পর বহুবিধ নর্ম (পরিহাস-রসরহস্যময়) আলাপ করিতেছেন—নিত্য নবনবায়মান কেলিবিলাসাদির উদ্ভাবন করিতেছেন—বিবিধ গতিভঙ্গী অঙ্গীকার করত মরালকেও পরাজয় করিতেছেন

রুচিরান্দোলন-সুভুজ-মৃণালৌ গলদোলায়মান-বরমালৌ।
মিথ উৎপুলকভুজাকলিতাংসৌ সব্যতদন্যভুজাম্বুজ-বংশৌ ॥ ১৬৬ ॥
মিথ ঈক্ষিতমুখচন্দ্র-সহাসৌ শ্রুতি-পূরণনিরতেরিতবংশৌ।
দ্রুতকাঞ্চন-মরকত-রুচিচোরৌ সর্বাদ্ভুততম-দিব কিশোরৌ ॥ ১৬৭ ॥
নিত্যমধুর-বৃন্দাবনকেলী শুদ্ধমহারসপূর্ণ-গুণালী।
কলিত-মুরজবরতাল-সুবীণৈ র্নৃত্যগীত-বরবাদ্য-প্রবীণৈঃ।
রাধাকৃষ্ণরসৈকপ্রথনৈঃ সহিতৌ সুরসোল্লসিতালিজনৈঃ ॥ ১৬৮ ॥
মণিময়-পেটিকান্তরুপনিহিতং রাসবিলাসোপকরণজাতং।
আদায়াতিহর্ষভর-ত্বরিতা স্তৎসেবৈকপরা অনুযাতাঃ ॥ ১৬৯ ॥

এবং (চরণে) নূপুর ও (কোমরে) রসনা রসাল ধ্বনি করিতেছে।
(১৬৬) তাঁহাদের সুন্দর ভুজমৃণাল মধুর মধুর আন্দোলন করিতেছে—গলদেশে অত্যুৎকৃষ্ট মাল্য দুলিতেছে। তাঁহারা পুলকাঞ্চিত বাহুতে পরস্পরের স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়াছেন। (শ্রীরাধার) বামহস্তে পদ্ম এবং (শ্যামের) দক্ষিণ হস্তে বংশী শোভা করিতেছে। (১৬৭) পরস্পরের মুখচন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর হাস্য করিতেছেন। (শ্রীশ্যাম) বংশীবাদন করিতেছেন এব (শ্রীরাধা) তাহার শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। একজন দ্রুত সুবর্ণ-বর্ণবিজয় করিয়াছেন এবং অন্যজন মরকতকান্তি চুরি করিয়াছেন। এই দিব্য কিশোরদ্বয় সর্বথাই অদ্ভুততম। (১৬৮-১৬৯) শুদ্ধ মহারস (শৃঙ্গার)-পূর্ণগুণাবলিভূষিত এই যুগল নিত্যই মধুর বৃন্দাবনে (মধুর) কেলি করিয়া থাকেন। মৃদঙ্গ, করতাল ও সুন্দর বীণাযন্ত্র ধারণ করিয়া নৃত্য, গীত ও সুন্দর বাদ্যে কুশল (সুনিপুণ) রাধাকৃষ্ণের রসেরই একমাত্র বিস্তারকারী, সুরসে উল্লসিত সখীগণ-সমভিব্যাহারে ইহাঁরা যাত্রা করিলেন এবং নিরতিশয়

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেমরসৈকশক্তি তদ্বৎস্বরূপৌ সুখসাররাশী।
তৌ নঃ কিশোরৌ অতিগৌরনীলৌ খেলায়তাং চিত্রমনোজ-লীলৌ ॥১৭০

গত্বা তাবথ বৃন্দারণ্যং স্বগতি-পুরস্তাদুৎসবশূন্যং।
পরিচরণোল্লসিত-ব্রজযুবতী-মধ্যে রেজতুরদ্ভুতদীপ্তী ॥ ১৭১ ॥

কাশ্চন চক্রুঃ পদসংবাহং কাশ্চন ভেজুঃ সুরতোৎসাহং।
কাশ্চন গন্ধৈর্ব্যালিপন্নপরাঃ কণ্ঠে নিদধুর্মালা রুচিরাঃ ॥ ১৭২ ॥

চক্রুরথৈকা ভ্রূকুটি-বিলাসং বিদধুঃ কাশ্চন রতিপরিহাসং।
কাশ্চন মৃদু মৃদু বিদধুর্ব্যজনং কা অপি চক্রুর্ভূষারচনং ॥ ১৭৩ ॥

আনন্দপূর্ণ যুগলকিশোরের সেবানিষ্ঠ দাসীগণ মণিময় পেটিকার অভ্যন্তরে সংস্থাপিত রাসবিলাসের উপযোগী দ্রব্যসমূহ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

(১৭০) বিশুদ্ধ উজ্জ্বল (শৃঙ্গার) রসেই এই শক্তি (রাধা) ও শক্তিমান্ (কৃষ্ণ) যুগলের স্বরূপ (দেহ) গঠিত হইয়াছে, অতএব ইঁহারই সুখবিনির্য্যাস-রাশি সম্ভোগ করিতেছেন। আমাদের অতি গৌরনীলাত্মক কিশোরদ্বয় বিচিত্র কামলীলাপরায়ণ হইয়া খেলা করিতেছেন।

[১৭১-২০৩] তদনন্তর নিজেদের গমনের পূর্ব্বে উৎসবশূন্য বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহারা উপনীত হইলেন; পরিচর্য্যারসে আনন্দিতা ব্রজযুবতীগণ মধ্যে তাঁহারা অদ্ভুত কান্তি বিস্তার করিয়া বিরাজ করিলেন। (১৭২) কেহ কেহ পদ-সম্বাহন করিলেন, কেহ কেহ বা সুরতের ভাব [অথবা সুরতমঙ্গল], করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিবিধ গন্ধদ্বারা অঙ্গ লেপন করিলেন অন্যান্য গোপীরা তাঁহাদের কণ্ঠে মনোহর মাল্য দান করিলেন। (১৭৩) কেহ কেহ ভ্রূকুটিবিলাস (কটাক্ষপাত) করিলেন, কেহ কেহ বা রতিরসভরে পরিহাস করিলেন। কেহ কেহ মৃদু বীজন করিলেন এবং অপর গোপীগণ

নাগবল্লিদলমুজ্জ্বলচন্দ্রং দত্তবতী কাপ্যধিমুখচন্দ্রং।
নবনব-কামকলাবির্ভাবং ব্যঞ্জিতবত্যঃ কাশ্চন ভাবং ॥ ১৭৪ ॥
মৃদু মৃদু বীণাদ্যতিনিরবদ্যং বাদিতবত্যঃ কাশ্চন বাদ্যং।
কাশ্চন সংজগু রসানুরাগা মধুরমুদঞ্চিত-পঞ্চমরাগাঃ ॥ ১৭৫ ॥
বহুবিধ-হস্তক-গতিলীলাভিঃ কাশ্চন বলিতা নৃত্যকলাভিঃ।
প্রিয়য়োরুপরি সুপুষ্পচ্ছত্রং কাশ্চন জগৃহুঃ পরমবিচিত্রং ॥ ১৭৬ ॥
বরনাগরিকা-বরনাগরয়ো রুন্মদ-মদনরস-প্রহসিতয়োঃ।
প্রাপ্য তয়োঃ করপদ্মাৎ প্রমদাঃ কমপি প্রসাদং ব্যলসন্ প্রমুদাঃ ॥১৭৭॥
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা বীটকভেদান্ ললিত-লবঙ্গক্রমুকচ্ছেদান্।
রসিকমিথুনমুপযোজিতবত্যঃ কাশ্চন কাশ্চ পতদ্গ্রহবত্যঃ ॥ ১৭৮ ॥

ভূষণ রচনা করিলেন। (১৭৪) কোনও গোপী তাঁহাদের মুখচন্দ্রে তাম্বুল ও উজ্জ্বল কর্পূর দান করিলেন; অন্যান্য গোপীগণ নবনবায়মান কামকলার আবির্ভাবসূচক ভাবের ব্যঞ্জনা করিলেন (স্বাভিলাষ সূচনা করিলেন)। (১৭৫) কেহ কেহ বীণাদিযন্ত্রে মৃদু মৃদু অতি সুন্দর বাদ্য বাজাইলেন; কেহ কেহ বা রসানুরাগভরে অত্যুচ্চ পঞ্চমরাগে মধুর মধুর গান করিলেন। (১৬৭) কেহ কেহ বহুবিধ হস্তক-গতিলীলাদি নৃত্যকলা প্রদর্শন করিলেন, কেহ কেহ বা প্রিয়তমযুগলের উপরিদেশে পরমবিচিত্র সুন্দর পুষ্পছত্র ধারণ করিয়াছেন। (১৭৭)। অত্যুত্তম নাগরী এবং অত্যুত্তম নাগর উন্মদমদন-রসে প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিতেছেন। তাঁহাদের হস্তকমল হইতে কোনও প্রসাদ-লাভ করিয়া সেই প্রমদাগণ প্রচুরতর আনন্দভরে বিরাজ করিলেন। (১৭৮) কেহ কেহ উপাদেয় লবঙ্গ ও ক্রমুক (গুবাক) খণ্ডযুক্ত বহুবিধ তাম্বুলবীটিকা ক্ষণে ক্ষণে রসিক-যুগলকে আস্বাদন করাইতেছেন, অপর কেহ বা পিকদানী

কর্পূরাদি-সুবাসিত-শীতং ভৃঙ্গারেণ সলিলমুপনীতং।
কৃত্বা প্রিয়মিথুনেন নিপীতং স্বং বিদধুঃ কাশ্চন সুপ্রীতং ॥ ১৭৯ ॥
আপুঃ কাশ্চন কণ্ঠগমালাঃ স্বাভরণানি চ কা অপি বালাঃ।
বরতাম্বূল-সুবীটকমন্যা শ্চর্বিতমেব তু কাশ্চন ধন্যাঃ ॥ ১৮০ ॥
একাঃ স্নিগ্ধালিঙ্গনমাপুঃ করধৃত্যৈব কাশ্চ পর্য্যাপুঃ।
কাশ্চন কর্ণকথাভি র্মুদিতাঃ কাশ্চিৎ ক্বচন শ্লাঘন-মহিতাঃ ॥ ১৮১ ॥
অথ সুরতোৎসুক-রামাবৃন্দং দুর্দ্ধরকামার্ত্তিভিরত্যন্ধং।
দৃষ্ট্বাত্যুৎকট-ভাবধিকারং রাধা নিজপতিমবদতুদারং ॥ ১৮২ ॥
অবলাঃ প্রিয়! বিষম-স্মরবাধা স্তাং তু ন দিৎসেৎ ত্রুটিমপি রাধা।
তচ্ছৃণু কথয়াম্যেকমুপায়ং রময়সি যেন যুবতি-সমুদায়ং ॥ ১৮৩ ॥

হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। (১৭৯) কেহ কেহ কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত সুশীতল জল ভৃঙ্গার ভরিয়া আনিয়া উপস্থাপিত করিলেন এবং প্রিয়তমযুগলকে পান করাইয়া নিজেকে অতিশয় আনন্দময় করিলেন। (১৮০) কোনও কোনও ব্রজবালা তাঁহাদের কণ্ঠস্থিত মালা, কেহ কেহ বা সুন্দর আভরণ প্রসাদ-স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন। অন্য কোনও ধন্যা গোপবালা অত্যুৎকৃষ্ট চর্বিত তাম্বূলবীটিকাই প্রাপ্তি করিলেন। (১৮১) কেহ কেহ স্নেহভরে আলিঙ্গন-প্রাপ্তি করিলেন, কেহ বা করধারণেই পরম আপ্যায়িত হইলেন; কেহ কেহ কর্ণকথা-শ্রবণেই আনন্দলাভ করিলেন এবং অন্যান্য গোপী কোনও বিষয়ে প্রশংসা লাভ করিয়া সম্মানিত হইলেন। (১৮২) অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ কামপীড়ায় মহান্ধ সুরতোৎসুকা রমণীবৃন্দকে উৎকটভাববিকারশীল দেখিয়া শ্রীরাধা নিজনায়ক শ্যামসুন্দরকে সরলভাবে বলিলেন—(১৮৩) "হে প্রিয়তম! এই অবলাগণ বিষমকামপীড়ায় ব্যথিত হইতেছে—রাধা কিন্তু উহাদিগকে

কান্ত কদাচিন্মম সংকল্পঃ সমভূদকৃতবিচারোঽনল্পঃ।
বহুরূপং ত্বাং রময়িতুমুরুভি র্বহুভীরূপৈ র্বহুবিধরতিভিঃ ॥ ১৮৪ ॥
অত্যুৎকণ্ঠাভর-ভাবনত স্ত্বন্মদ্রূপ-স্তোমোদয়তঃ।
কেলয় উরুবৈদগ্ধ্যা বিহিতা মানসপূর্ত্তিঃ কাপ্যত উদিতা ॥ ১৮৫ ॥
প্রিয়সখি কিং নু করোষীত্যুক্ত্বা গাত্রে মম করঘাতং কৃত্বা।
সখ্যা ভগ্নসমাধি র্নয়নে উন্মীল্যাহসমখিলাকলনে ॥ ১৮৬ ॥
সংপ্রত্যপি চ মুহূর্ত্তং ধ্যাত্বা কুর্বে বহুরূপং রসয়িত্বা।
রূপৈ স্তৈরভিরূপৈ র্নাগর ! গোকুল-যুবতিগণৈ স্ত্বং বিহর ॥ ১৮৭ ॥

বিন্দুমাত্রও ঐ পীড়া দিতে ইচ্ছা করে না। অতএব আমি একটি উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে তুমি যুগপৎ সকল যুবতির সহিতই রমণ করিতে পারিবে। (১৮৪) "হে প্রাণকান্ত! কোনও সময়ে অবিচারে আমার এক মহা সংকল্প হৃদয়ে জাগিয়াছিল এই যে বহুবিধরূপ-প্রকটনকারী তোমাকে বহুবিধ রতির (নায়িকার) সহিত বহুরূপে বহুপ্রকারে রমণ করাইব। (১৮৫) "অত্যুৎকণ্ঠাভরে ভাবনা করিতে করিতে তোমার এবং আমার রূপ (স্বরূপ) রাশির আবির্ভাব করাইয়া বহুল বৈদগ্ধীসহকারে কেলিবিলাসাদির সমাধান করিয়াছি এবং ইহাতেই আমার এই অনির্বাচ্য মনোবাঞ্ছা-পূর্ত্তির উদয় হইয়াছে। (১৮৬) "তখন আমাকে সমাধিমগ্ন দেখিয়া 'হে প্রিয়সখি! কি করিতেছ?' বলিয়া কোনও সখী আমার অঙ্গে করাঘাত করিলে আমার সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। অনন্তর নিখিল প্রস্তাবের সমাধান দর্শন করিয়া নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক আমি হাস্য করিয়াছিলাম।" (১৮৭) "এক্ষণেও আমি মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া রসময় বহুরূপের প্রকটন করিতেছি। হে নাগর তুমিও (সমাধিতে দৃষ্ট) ঐ প্রকার বহু অভিরূপ (মনোমোহন) রূপ-প্রকাশে

শৈশব ইষ্টযোগমায়াদান্ মম সঙ্কল্পসিদ্ধিমতিরসদা।
ত্বমনন্যানুরাগ-পতিরভব স্তদ্বদস্তু সুখসীমানুভবঃ ॥ ১৮৮ ॥
অথ চিত্রেক্ষণ-কুতুকিনি রমণে স্ময়বতি চাথ রহস্যালিগণে।
কিঞ্চিৎ স্মিতরুচি মোহনবদনং দধৌ রাধা মুকুলিত-নয়নং ॥ ১৮৯ ॥
প্রকটাঃ প্রিয়তমমূর্ত্তী র্মধুরা দৃষ্টা লোভাদতিকামধুরা।
কৃত্বা স্বমপি চ সা তাবন্তং ব্যস্থজচ্চুম্বিত-পরিরব্ধং তং ॥ ১৯০ ॥
অথ কলিত-প্রিয়-পাণিসরোজা রাধাতীব-বিবৃদ্ধমনোজা।
মঞ্জুল কুঞ্জ-বিলোকন-কপটাদ্‌গহনবনং সহসৈব প্রবিষ্টা ॥ ১৯১ ॥
স বহুরূপহরিররমত তাভিঃ প্রথমোজ্জ্বলরস-রভসযুতাভিঃ।
রসিকশিরোমণি রতিরসিকাভিঃ মধুরিমরাশিরধিকমধুরাভিঃ ॥ ১৯২ ॥

গোকুল যুবতিগণের সহিত বিহার কর। (১৮৮) "শিশুকালে অতিরসময়ী ইষ্টদেবতা যোগমায়া আমাকে সঙ্কল্পসিদ্ধি-বর দিয়াছেন। 'তুমি অনন্যানুরাগময় পতি (নাগর) লাভ কর এবং তদ্রূপই তোমার সুখৈকশেষের উপলব্ধি হউক।" (১৮৯) তৎপর রাধারমণ বিচিত্র (রাসরস) দর্শনাশায় কৌতুকী হইলে এবং একান্তে সখীগণও হাস্য করিতে থাকিলে রাধা ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্যশোভিত-মোহনবদনে নেত্র নিমীলন করত ধ্যান করিতে লাগিলেন। (১৯০) তখন তিনি প্রিয়তমের বহু বহু মধুর মূর্ত্তিরাজির প্রকটন দেখিয়া লোভবশতঃ অতিকামোন্মত্তা হইয়া নিজেকেও তত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলেন এবং [ঐ ঐ স্বরূপকে প্রিয়তম কর্তৃক] চুম্বিত ও আলিঙ্গিত করাইলেন। (১৯১) অনন্তর প্রিয়তমের করকমল গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা নিরতিশয় কামভরে মঞ্জুলকুঞ্জ-দর্শনের ছলে সহসাই গহন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। (১৯২) তখন সেই বহুরূপী হরি সেই আদি উজ্জ্বল রসরভসযুক্ত [রাধার কায়ব্যূহরূপা] গোপীগণের

প্রথমসমাগমহ্রীভয়-বলিতা দূরাত্তুষ্ণীমাস্থিত-বিনতাঃ।
কাশ্চন নিন্যে শয়নমুদারঃ সানুনয়ং কৃতবাহুপ্রসারঃ ॥ ১৯৩ ॥
কিমপি করোমি ন তে ভজ শয়নং স্বজনে কিমিদমহো সঙ্কুচনং।
পায়য় কিমপি বচোঽমৃতমতুলং স্বীকুরু গন্ধমাল্যতাম্বূলং ॥ ১৯৪ ॥
কামপি ধন্যামিত্যনুনীয় স্মিতরুচি-রুচিরাং সহসানীয়।
শয়নং নেতি সগদ্গদবচনা মলমাশ্লিষ্যাচুম্বৎ প্রমনাঃ ॥ ১৯৫ ॥
নিদ্রাব্যাজ-বিমুদ্রিত-নয়নং বদনং চুম্বিতমন্যাঃ শয়নং।
প্রাপ্তাঃ স্বস্য হসন্নুরুপুলকঃ পর্য্যরভত নবনাগরতিলকঃ ॥ ১৯৬ ॥

সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো! তখন রসিক-শিরোমণির সহিত রতিরসিকাগণের মিলন হইল! মধুরিম-রাশির সহিত অধিকতর মাধুরী-ধারিণীদের সঙ্গ হইল! (১৯৩) কোনও কোনও গোপী প্রথমসমাগমে লজ্জা ভয়বশতঃ দূরে নির্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া অবনতমস্তকে অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই মোহন কৃষ্ণ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক অনুনয় করিয়া তাঁহাদিগকে শয্যায় লইয়া গেলেন। (১৯৪) "তোমার কিছুই করিব না, শয্যায় শয়ন কর। অহো! নিজজনের নিকটে এইপ্রকার সঙ্কোচ করিতেছ কেন হে? আমাদের একবার বাক্যামৃত পান করাও। এই অনুপম গন্ধমাল্য ও তাম্বূলাদি গ্রহণ কর।" (১৯৫) এইরূপে কোনও ধন্যা গোপ-কিশোরীকে অনুনয় করিলেন। তৎপরে তাঁহার মৃদুমধুর হাস্যময় রমণীয় মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সহসা শয্যায় লইয়া গেলেন। তিনি গদ্গদবাক্যে 'না না' বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেও শ্যাম কিন্তু হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ভূয়শঃ আলিঙ্গনদানে চুম্বন করিলেন। (১৯৬) অন্যান্য গোপবালারা শ্যামের শয্যায় আসিয়া নিদ্রাছলে (কপট নিদ্রায়) বিমুদ্রিতনয়ন তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন, নবনাগর-তিলক তখনই তাঁহাদিগকে হাস্য-সহকারে পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে পরিরম্ভণ করিলেন।

নেতি-বচনরচনা অপি চান্যাঃ করকমলে ধৃতবানতিধন্যাঃ।
আনীয়াঙ্কমসৌ কুসুমালী মরচয়দলকচয়ে বনমালী ॥ ১৯৭ ॥
কাশ্চন হারলতার্পণকপটাদুন্মদকর-মৃদতি-স্তনসুঘটাঃ।
সুখমপি দুঃখমিবাভিনয়ন্তী বীক্ষ্য হরিঃ স জহাস লসন্তীঃ ॥ ১৯৮ ॥
কুচমুকুলাদৌ কৃতনখলিখনঃ পীতাধরদলকৃত-রদদলনঃ।
তাসামুত্তম্ভিত-পুরুমদনঃ স হরিরখেলচ্চুম্বিতবদনঃ ॥ ১৯৯ ॥
সহসা নীবীবন্ধন-মিলিতং সংভ্রমযুত-যুবতীকর-বিধৃতং।
অতিদুর্দ্ধরমদনাত্যুত্তরলং তদতিবিরেজে হরিকরকমলং ॥ ২০০ ॥
রেমে মধুপতিরথ ললনাভি র্বহুবিধ-সুরত-বন্ধরচনাভিঃ।
রতিরস-রভসোল্লসিত-তদূরুঃ স্পর্শনবহুপরিপাটীচারুঃ ॥ ২০১ ॥

---

(১৯৭) অন্য ধন্য ব্রজাঙ্গনাগণ 'না' বলিয়া নিষেধ করিলেও কিন্তু এই বনমালী তাঁহাদের হস্তে ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন এবং তাঁহাদের কুঞ্চিত কেশ-দাম পুষ্পহারে সজ্জিত করিলেন। (১৯৮) কোনও কোনও গোপীকে হারলতা দানের ছলে উন্মত্ত হস্তে ইনি তাঁহাদের স্তন-কমলদ্বয়কে মর্দন করিলেন। স্বসুখেও তাঁহারা দুঃখবৎ অভিনয় করিয়া বিরাজ করিতে দেখিয়া শ্রীহরি হাস্য করিলেন। (১৯৯) তাঁহাদের কুচমুকুলাদিতে নখরাঘাত এবং অধররস পানপূর্ব্বক অধরে দন্তাঘাত করিয়া মহাকামকে প্রবুদ্ধ করত চুম্বিতবদন হরি খেলা করিলেন। (২০০) অতি দুর্দ্ধর্ষ মদনাবেশে পরমচঞ্চল শ্রীহরিকরপদ্ম সহসা নারীদের নীবীবন্ধন উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইলে সংভ্রমযুক্ত গোপীগণ তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিলেন। (২০১) তখন বহুবিধ রতিবন্ধ রচনা করিয়া গোপললনাদের সহিত সেই মধুপতি রমণ করিতে লাগিলেন। রতিরস-ভরে উল্লসিত হইয়া তাঁহার উরুদেশ তখন গোপীদিগের স্পর্শে বহুপরিপাটী সহকারে

উচ্ছৃঙ্খলরতিখেলাশ্রান্তঃ প্রোন্মদরতিরভসোত্থতকান্তঃ।
তন্মুখ-বীক্ষণকৃতপরিহাসঃ স্মেরমুখোঽমোদত সবিলাসঃ ॥ ২০২ ॥
ইত্থং বিহরতি রাধারমণে বলদভিমানে যুবতি-বিতানে।
তানি পিধায় স্বকরূপানি ক্বাপি বিজহ্রে রাধাজানিঃ ॥ ২০৩ ॥

আনীয় গোপতরুণীর্মুরলীরবেণ
রাধামপি প্রচুর-কাকুভিরাগময্য।
তাসাং স্বকৢপ্ত-রতিসন্ততিজাভিমান-
শান্ত্যৈ কৃপানিধিরথ প্রিয়য়ৈক আসীৎ ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণমদৃষ্ট্বা গোপ্যোঽনবধৌ সপদি নিমগ্নাঃ শোক-পয়োধৌ।
হা নাথেতি ব্যাকুল-বচনা শ্চেরুঃ পরিতো বিহ্বল-করণাঃ ॥ ২০৫ ॥

সুচারুতা প্রকাশ করিল। (২০২) অমর্য্যাদ-রতিখেলায় পরিশ্রান্ত এবং প্রোন্মদ-মদনাবেশে নিরত হইয়াও কান্ত (রমণীয়) হরি তাঁহাদের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখে মৃদু মধুর হাস্য; প্রমদাগণের সহিত বিলাস করিয়া করিয়া তিনি আমোদ করিলেন। (২০৩) শ্রীরাধারমণ এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে যুবতিগণের চিত্তে মহা অভিমানের উদয় হইয়াছে দেখিয়া রাধানায়ক সেই নিজরূপ (প্রকাশমূর্ত্তি) সমূহকে অন্তর্হিত করিয়া অন্যত্র কোথাও বিরাজ করিতে লাগিলেন।

(২০৪) মুরলীরবে গোপবালাগণকে আনয়ন করিয়া এবং প্রচুরতর কাকুর্বাদে রাধাকেও আনয়ন করাইয়া গোপীগণের নিজকৃত রতিরাশিজাত অভিমানকে প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে কৃপানিধি কৃষ্ণচন্দ্র তখন প্রিয়তমা রাধার সহিত অন্যত্র বিচরণ কারতেছেন।

[২০৫-২১৪] কৃষ্ণের অন্তর্ধানে গোপীগণ তৎক্ষণাৎ অসীম শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। 'হা নাথ' 'হা নাথ' বলিয়া ব্যাকুলিতভাবে বিহ্বলান্তঃ

চিন্ময়মন্তরুদিতহরিরূপং মূর্ত্তমিবাচ্যুত-সুরতসরূপং।
বৃন্দাবিপিন-লতাতরুবৃন্দং তাঃ পপ্রচ্ছুর্নিজসুখকন্দং ॥ ২০৬ ॥
ভো অশ্বত্থ-প্লক্ষবটা বঃ কিং দৃষ্টো হরিরানতভাবঃ।
স হি ন শ্চোরিতহৃদয়ো যাতঃ প্রেমহসিতদৃকশর-সংঘাতঃ ॥ ২০৭ ॥
ভো ভো শ্চম্পক-কেশরনাগ প্রিয়কাশোকবকুল-পুন্নাগ!
জম্বু-কুরুবক-পনস-রসাল ক্রমুক-কুটজ-বক-তাল-তমাল !! ২০৮ ॥
অহহ মহান্তো যূয়ং সদয়া বয়মপি বিরহব্যাকুল-হৃদয়াঃ।
কথয়ত মানবতী-হৃতমান-স্মিতবদনস্য হরেঃ পদবীং নঃ ॥ ২০৯ ॥
অয়ি সখি মাধবি মালতি মল্লি জাতি যূথি নীলিনি শেফালি!
মা গোপয়ত গোপকুলতিলকং কৃতকর-সংস্পর্শং কিল রসিকং ॥ ২১০ ॥

করণে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২০৬) তাঁহাদের অন্তরে চিন্ময় হরিরূপ উদিত হইল—তাঁহারা হেন শ্রীহরির মূর্ত্ত সুরত-সদৃশ নিজের সুখকন্দ রূপেরই প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বৃন্দাবিপিনের লতাতরুবৃন্দের নিকট তাঁহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (২০৭) "ওহে অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়) ও বটবৃক্ষগণ! তোমরা কি বিনম্রমূর্ত্তি শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছ? প্রেমময় হাস্যে ও নয়নবাণের আঘাতে তিনি আমাদের হৃদয় চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। [২০৮-২০৯] ওহে ওহে চম্পক, কেশর, নাগ; প্রিয়ক (কদম্ব), অশোক, বকুল, পুন্নাগ, জম্বু, কুরুবক, পনস (কাঁটাল), রসাল (আম্র), ক্রমুক (গুবাক), কুটজ, বক, তাল ও তমাল বৃক্ষগণ! অহো! তোমরা সকলেই মহান্ত ও সদয়হৃদয়, আমরাও বিরহে ব্যাকুলিত-হৃদয় হইয়াছি। বল দেখি—মানবতীদের মান চুরি করিয়া সেই সুন্দরহাস্য-শোভিত-বদন হরি কোথায় গিয়াছেন। (২১০) অয়ি সখি! মাধবি, মালতি,

অয়ি কল্যাণি তুলসি হরি-চরণাম্বুজ-দয়িতে ত্বং কুরু বঃ করুণাং।
ক্বাস্তে বদ নো জীবিতবন্ধুঃ সকলকলানিধি-রতিরসসিন্ধুঃ ॥ ২৯১ ॥
অথ কাশ্চন হরিলীলা ললিতা অনুকৃতবত্যো মিথ আবলিতাঃ।
অত্যাবেশাদ্ বিস্মৃতদেহাঃ কাশ্চন ভেজু র্মধুর-তদীহাঃ ॥ ২৯২ ॥
দ্রুম লতিকাঃ পুনরপি পৃচ্ছন্ত্যঃ কুঞ্জং কুঞ্জং মুহুরভিযান্ত্যঃ।
দদৃশুঃ ক্ব চ পদপঙ্ক্তিং ললিতাং ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ্মাদিযুতাং ॥ ২৯৩ ॥
জ্ঞাত্বা হরিপদচিহ্নং রামা মৃগয়ন্ত্য স্তৈরত্যভিরামাঃ।
অন্যা অপি পদলক্ষ্মশ্রেণী র্দদৃশুরিবাদ্ভুতমধুরিমবেণীঃ ॥ ২৯৪ ॥

মল্লি, জাতি, যূথি, নীলিনি (নীলপুষ্পিকা), শেফালি! তোমরা তাঁহার কর-সংস্পর্শ পাইয়াছ বলিয়া গোপকুলতিলক রসিক শ্যামসুন্দরকে গোপন করিও না। (২১১) অয়ি কল্যাণি তুলসি! হে হরিচরণকমলপ্রিয়ে!! তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর। সকলকলানিধি রতিরসসিন্ধু আমাদের জীবিত-বন্ধু কোথায় আছেন—বলত!! (২১২) অনন্তর কোনও কোনও গোপী পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীহরির মনোজ্ঞ লীলাকদম্বের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। মহাবেশে তাঁহারা দেহ বিস্মৃত হইলেন, কেহ কেহ তাঁহার মধুর লীলাবলি ভজন (গান) করিতে লাগিলেন। (২১৩) পুনরায় বৃক্ষলতাদিকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া তাঁহারা মুহুর্মুহু কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ ও পদ্মাদিযুক্ত পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কপংক্তি দেখিতে পাইলেন। (২১৪) রমণীগণ হরিপদচিহ্নের পরিচয় পাইয়া ঐ পদচিহ্ন-সমূহ দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে আশ্চর্য্যমাধুরী-ধারাবৎ অতিসুন্দর অন্যান্য পদচিহ্নশ্রেণীও দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরাধায়া ইতি নির্দ্ধারং কৃত্বা বহুবিধ-বিহিতবিচারং।
ঊচু স্তৎপদপঙ্কজযুগলে বলদতিভাবা রসভর-বহলে ॥ ২১৫ ॥

অন্তর্হিতে দয়িতয়া সহ কৃষ্ণচন্দ্রে
গোপ্যো মহানিবিড়-শোকতমোভিরন্ধাঃ।
পৃষ্ট্বা মুহুর্দ্রুমলতা অনুকৃত্য লীলাং
দৃষ্ট্বা পদানি তু তয়োঃ সমবর্ণয়ং স্তাঃ ॥ ২১৬ ॥

কৃষ্ণ-পদাঙ্কং পশ্যত কামং রাধাপদলক্ষ্ম্যাপ্যভিরামং।
সখ্য ইদং খলু দর্শিতমনয়া দীনতমাস্বতিনির্ভর-কৃপয়া ॥ ২১৭ ॥
প্রেষ্ঠতমাংসার্পিত-ভুজবল্লিঃ পরমোজ্জ্বল-রসকল্পকবল্লিঃ।
রাধা ধ্রুবমিহ লীলাগতিভি শ্চলিতা মৃদু মৃদু নূপুর-রুতিভি ॥ ১১৮ ॥

---

(২১৫) ঐ (দ্বিতীয়) চিহ্নসমূহ শ্রীরাধারই বলিয়া বহুবিধ বিচার দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহারা রসাতিশয্যবহুল সেই পাদপদ্মযুগলের প্রতি অতি অনুরাগে বলিতে লাগিলেন। (২১৬) কৃষ্ণচন্দ্র দয়িতা রাধার সহিত অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ মহাঘন শোকান্ধকারে অন্ধীকৃত হইয়া মুহুর্মুহু বৃক্ষলতাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া এবং লীলানুকরণ করিতে করিতে যুগলের পদচিহ্নরাজি দর্শন করত এইভাবে বর্ণন করিতেছেন—

[২১৭-২৩১] "হে সখীগণ! শ্রীরাধার পদচিহ্নশোভা-সহিত শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম পদাঙ্কসমূহ যথেচ্ছ দর্শন কর। দীনতমা আমাদের প্রতি এই অতি নির্ভর (প্রগাঢ়) কৃপাদ্বারা ইহাই সংসূচিত হইতেছে—(২১৮) প্রেষ্ঠতম শ্যামের স্কন্ধদেশে ভুজলতা স্থাপন করিয়া পরমোজ্জ্বল রসকল্পলতা রাধা নিশ্চয়ই এই স্থলে লীলাগতি অঙ্গীকার পূর্ব্বক মৃদু মধুর নূপুরধ্বনি-সহকারে চলিয়াছেন।

গন্তুমশক্তামত্র তু কান্তাং স্কন্ধে কৃত্বা চপলদৃগন্তাং।
উদবহদতিপুলকিত-সর্ব্বাঙ্গঃ প্রোজ্জৃম্ভিত-রতিরঙ্গ-তরঙ্গঃ ॥ ২১৯ ॥
স্কন্ধাদবরোপ্যাত্র তু কান্তাং প্রার্থিতপুষ্পাং চলদলকান্তাং।
প্রেয়স্যর্থে হরিরুল্লসিতঃ কুসুমান্যবচিতবানথ পরিতঃ ॥ ২২০ ॥
উপবিশ্যাথ স উৎপুলকোরু-দ্বয়মধ্যগ-দয়িতামতিচারুঃ।
গুম্ফিতবান্ কুসুমৈর্ব্বরবেণী শ্চক্রে চান্যাভরণ-শ্রেণীঃ ॥ ২২১ ॥
সখ্যঃ পশ্যত মঞ্জুল-কুঞ্জে ধ্রুবমিহ গুঞ্জন্মধুকরপুঞ্জে।
প্রাবিশতাং তৌ সুরত-সতৃষ্ণৌ মদকলমূর্ত্তী রাধাকৃষ্ণৌ ॥ ২২২ ॥
পশ্যত পশ্যত কিশলয়-শয়নং সফলীকুরুতাদ্যৈব চ নয়নং।
সুরত-বিমর্দাদ্বিলুলিতমীক্ষ্যং ত্রুটিত-কুসুম-কঞ্চুক-শিখিপক্ষং ॥ ২২৩ ॥

---

(২১৯) এই স্থানে চঞ্চল-কটাক্ষশালিনী কান্তামণি রাধা গমনে অক্ষম হইলে শ্যামসুন্দর পুলকিত-সর্ব্বাঙ্গে ও প্রকাশমান-রতিরঙ্গতরঙ্গে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন। (২২০) এই স্থলে চঞ্চলালকশোভিতা শ্রীরাধা পুষ্প যাচ্ঞা করিলে তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে অবতারণ করিয়া উল্লসিত হরি প্রেয়সীর জন্য ইতস্ততঃ কুসুমরাশি চয়ন করিয়াছেন। (২২১) তৎপরে পরম রমণীয় সেই শ্যাম উপবেশন করিলেন, তাঁহার উচ্চ পুলকাবলিশোভিত উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে দয়িতা রাধাকে বসাইয়া কুসুমমাল্যে অত্যুত্তম বেণী এবং অন্যান্য বহুবিধ অলঙ্কাররাশি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। (২২২) হে সখীগণ! দেখ দেখ—মধুকরপুঞ্জ-গুঞ্জরিত এই মঞ্জুল কুঞ্জে সেই সুরত-সতৃষ্ণ এবং মদকল-মূর্ত্তি (মত্তহস্তী ও হস্তিনীস্বরূপ) রাধাকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন। (২২৩) দেখ দেখ ঐ কিশলয় (পল্লব) নির্ম্মিত শয্যা রহিয়াছে। অদ্যই তোমরা নয়ন সার্থক কর হে! উহা সুরত-বিমর্দনে বিলুলিত (স্রস্ত বিস্রস্ত) দেখা

ইত্থং পরম-মহারসধাম্নো র্বহুবিধপদকৈ র্বহুমধুরিম্নোঃ।
তাঃ সমলঙ্কৃত-সুস্থলজাতং বীক্ষ্য বীক্ষ্য সুখমাপুরমাতং ॥ ২২৪ ॥
শ্রীরাধাপি স্বপদৈকরসা বুধ্বা তা অতিকরুণা-বিবশা।
রুষ্টেবাহ প্রিয়মতিকৃপণং ত্বং চল ন হি মে শক্যং চলনং ॥ ২২৫ ॥
ভীতভীত ইব মৃদু মৃদু বদতি স্কন্ধং মম চিরমারোহেতি।
আক্ষিপদেব রচিত-বহুলীলং সা নিজপতিমপি সত্বরশীলং ॥ ২২৬ ॥
স চতুরচূড়ামণিরালক্ষ্য প্রেয়স্যা হৃদ্গতমবিলক্ষ্যঃ।
তৎক্ষণমভবৎ সা তু তদৈব প্রাপ্তবতী খলু মূর্চ্ছনমেব ॥ ২২৭ ॥
হরিরপি প্রকটঃ পুলকযুতাভ্যাং তামুত্থাপ্যালিঙ্গ্য ভুজাভ্যাং।
অকৃত তদুক্তঃ পুনরন্তর্দ্ধিং বিহিত-তদঙ্গস্পার্শিসমৃদ্ধিং ॥ ২২৮ ॥

যাইতেছে এবং কুসুম, কঞ্চুক ও শিখিপিঞ্ছাদিও ত্রুটিত (ছিন্ন ভিন্ন) হইয়াছে।" (২২৪) এইভাবে পরম রসময় বহু মধুরিমাশালী যুগলকিশোরের বহুবিধ পদাঙ্কে সমলঙ্কৃত সুন্দর স্থানগুলি দর্শন করিয়া করিয়া তাঁহারা অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন। (২২৫) শ্রীরাধাও তখন নিরতিশয় করুণার উদ্রেকে বিহ্বলা হইয়া এবং তাঁহাদিগকে নিজ পাদপদ্মের একান্তরসাশ্রিতা জানিয়া অতিদীন প্রিয়তমকে রুষ্ট হইয়াই যেন বলিলেন—'তুমি চলিতে থাক, আমি আর চলিতে পারিব না।' (২ ৬) তখন শ্যাম ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াই যেন মৃদুমন্দভাবে বলিলেন—'কিছুক্ষণ আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।' বহুবিধ লীলারচনাকারী নিজ প্রিয়তমকে ত্বরাশীল দেখিয়া শ্রীরাধা তখন র্ভৎসনা করিলেন। (২২৭) চতুরচূড়ামণি সেই কৃষ্ণ প্রেয়সীর হৃদয়গত ভাবের উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করিলেন ; শ্রীরাধাও তখনই মূর্চ্ছাকেই বরণ করিলেন। (২২৮) হরিও তখনই পুনরায় প্রকট হইয়া পুলকাঞ্চিত

দৃষ্ট্বা তামথ নিজজীবাতুং দীনতমামিব পৃষ্ট্বা হেতুং।
শ্রুত্বা তন্মুখতঃ স্বহিতার্থা বাচ স্তা অভবংস্তকৃতার্থাঃ ॥ ২২৯ ॥
স্ব-স্বামিন্যা পুনরপি সহিতাঃ কালিন্দীয়ে পুলিনে যাতাঃ।
দ্রষ্টু রাধা-সহিতবিহারং সংজগুরার্ত্তাঃ কৃষ্ণমুদারং ॥ ২৩০ ॥
শ্রুত্বা বহুবিধ-কাতরবচনং তাসাং রাধা-প্রণয়ারচনং।
আবিরাস হরিরতুলবিলাসঃ প্রমদা-সদসি সুধারসহাসঃ ॥ ২৩১ ॥
রাধয়া সহজবৎসলাত্মনা স্বীকৃতে ব্রজবিলাসিনীগণে।
স্বাত্মভাব-কৃতভাব-বৈভবৈঃ প্রাদুরাস রসিকেন্দ্রশেখরঃ ॥ ২৩২ ॥
কাচিৎ সুবলিত-ললিতপ্রকাণ্ডং স্বাংসে ন্যধিত কৃষ্ণভুজদণ্ডং।
কাচন ভুবি পতিতাতিপ্রণয়া শ্চরণমবৃত নিজবেণীলতয়া ॥ ২৩৩ ॥

বাহুযুগলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ উত্থাপিত করিলেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে কিছু বলিলেই তিনি স্বকীয় অঙ্গের স্পর্শজ সুখসমৃদ্ধি দান করিয়াই পুনরায় অন্তর্ধান করিলেন। (২২৯) অনন্তর সেই গোপীগণ নিজজীবিতেশ্বরী রাধাকে দীনতমাবৎ দর্শন করত কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মুখে আনু-পূর্ব্বিক নিজেদের মঙ্গলকর বাক্যাবলি শ্রবণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইলেন। (২৩০) নিজ-স্বামিনী শ্রীরাধার সহিত তাঁহারা পুনরায় মিলিত হইয়া কালিন্দীর পুলিনে গমন করিলেন এবং রাধাসহ বিহার-দর্শন-লালসায় আর্ত্তিভরে মনোজ্ঞ কৃষ্ণ-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। (২৩১) শ্রীরাধাপ্রণয়ে গোপীগণ-কর্তৃক সুন্দররূপে রচিত বহুবিধ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল-বিলাসী ও অমৃতরসময়হাস্যশোভী শ্রীহরি প্রমদা-সমাজে আবির্ভূত হইলেন। (২৩২) সহজবৎসল-স্বভাবা রাধা ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীকার করিলে সেই রসিকেচন্দ্রচূড়ামণি স্বাত্মরতি বা স্বাত্মক্রীড় হইয়াও ভাবসমৃদ্ধি প্রকট করত তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

[২৩৩-২৩৯] কোনও রমণী সুবলিত, ললিত ও বিশাল কৃষ্ণভুজদণ্ড

তপ্তা হরিপদ-পঙ্কজযুগলং কাচন নিদধাববধিকুচমুকুলং।
অন্যা নিমিষিত-নেত্রযুগেন প্রিয়মুখমপিবত্তর্ষভরেণ ॥ ২৩৪ ॥
অপরা পুনরপগমনাদ্‌ভীতা করযুগলেন প্রণয়-পরীতা।
শ্রীহস্তাম্বুজমতিরুচিরং সমধৃত নাগরমৌলেঃ সুচিরং ॥ ২৩৫ ॥
কাপি বিলোচন-রন্ধ্রেণালং কৃত্বা হৃদি পরিরভ্য রসালং।
যোগীবাস্তে পরমানন্দামৃতহ্রদমগ্না চিরমস্পন্দা ॥ ২৩৬ ॥
শ্রীরাধা-রসপোষণনিরতা স্তৎসুখসিন্ধু-নিমজ্জন-মুদিতাঃ।
প্রিয়য়ো লীলাং গোপযুবত্য শ্চিত্রতরামবতারিতবত্যঃ ॥ ২৩৭ ॥
স হরি র্ব্রজনবযুবতিসমাজে তত্তুরুনিচোলোপরি সংরেজে।
সাঙ্গসঙ্গ-নিজকান্তা-সহিতস্তাসামাস সপর্য্যা-মুদিতঃ ॥২৩৮ ॥

নিজস্কন্ধদেশে স্থাপনা করিলেন। কেহ বা অতিপ্রণয়ভরে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নিজবেণীলতাদ্বারা তাঁহার চরণ বন্ধন করিলেন! (২৩৪) কোনও নারী সন্তপ্ত কুচমুকুলে হরিপদকমলদ্বয় স্থাপন করিলেন। অপর কেহ বা নিমীলিত নেত্রদ্বয়ে তৃষ্ণাভরে প্রিয়তমের মুখখানি পান (চুম্বন) করিলেন। (২৩৫) পুনরায় পলায়ন করিবেন ভাবিয়া ভীতচিত্তে অন্য গোপাঙ্গনা প্রণয়ভরে নিজ করদ্বয় দ্বারা নাগরমণির অতিশয় মনোহর হস্তপদ্ম বহুক্ষণ যাবৎ ধরিয়া রাখিলেন। (২৩৬) কোনও যুবতি রসময় শ্যামকে নয়নছিদ্রদ্বারা সুন্দররূপে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং যোগীজনবৎ পরমানন্দ-রসহ্রদে মগ্ন হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। (২৩৭) গোপরামাগণ শ্রীরাধার রসপোষণে নিরতা হইয়া তাঁহারই সুখসিন্ধু-নিমজ্জনে আনন্দিত হইলেন এবং প্রিয়তমযুগলের বিচিত্রতর লীলারই অবতারণা করিলেন। (২৩৮) ব্রজবনের নবযুবতিসমাজে সেই হরি (শয্যারূপে রচিত) তাঁহাদের বহুবিধ নিচোলের

বহুবাগ্ ভঙ্গ্যা ব্রজনবসুদৃশাং সহজপ্রেমবিবেচকমনসাং ।
প্রীতঃ স্বারসিকং নিজভাবং প্রকটিতবানথ বিরহাভাবম্ ॥ ২৩৯ ॥
ব্রজাঙ্গনাভি র্মিলিতঃ স কৃষ্ণঃ শ্রীরাধয়াতীব বিরাজমানঃ।
তাসামুরুপ্রেমকথাভিতৃপ্তো রাসোৎসবায়োল্লসিতো বভুব ॥ ২৪০ ॥
অথ কর্পূরপূররুচিরুচিরে যমুনা-লহরী-শীকরশিশিরে ।
উন্মদমধুকর-কোকিল-কীরে বহদতিপরিমল-মলয়সমীরে ॥ ২৪১ ॥
পরিতঃ স্ফুটনব-কৈরব-নলিনে বিপুল-কলিন্দসুতা-বরপুলিনে ।
অদ্ভুত-কল্পতরুভিরতিসুভগে কেলি-সুসাধনবর্ষিভিরনঘে ॥ ২৪২ ॥

(উড়নির) উপরিদেশে বিরাজমান হইলেন এবং অঙ্গের সঙ্গ দিয়া (হেলাহেলি করিয়া) নিজের কান্তার সহিত একসঙ্গে বসিলে তাঁহারা বহু পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন। (২৩৯) সহজ প্রেমবিচারজ্ঞ ব্রজনবযুবতি-গণের বহুবিধ বাক্যভঙ্গী শ্রবণে প্রীত হইয়া শ্যামসুন্দর তখন বিরহাভাবযুক্ত (সম্ভোগরসময়) স্বারসিক নিজভাব (ধীরললিতত্ব) প্রকট করিলেন।

(২৪০) ব্রজাঙ্গনাসকলের সহিত মিলিত সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে সাতিশয় শোভিত হইলেন। তাঁহাদের বহুবিধ প্রেমালাপে নিরতিশয় তৃপ্ত হইয়া রাসোৎসব সম্পাদনের জন্য উল্লসিত (আনন্দিত ও বদ্ধপরিকর) হইলেন।

[২৪১-২৫১] অনন্তর কর্পূররাশির কান্তিদ্বারা মনোজ্ঞ—যমুনার তরঙ্গ হইতে উত্থিত জলবিন্দুসমূহে সুশীতল—ভ্রমর, কোকিল ও শুকশারী প্রভৃতির উন্মাদনা-দায়ক নিনাদে মুখরিত—অতি সুগন্ধি মলয়বায়ুকর্ত্তৃক সংসেবিত এবং (২৪২) ইতস্ততঃ পরিস্ফুট নবকৈরব-পদ্মাদিসংমণ্ডিত বিশাল কালিন্দীর বিপুল পুলিন দেশ। উহা কেলিবিলাসাদির যাবতীয় সুসম্ভার-বর্ষণ (দান) কারী আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল্পতরুগণকর্ত্তৃক অতিসুন্দর ও পরম নির্ম্মল।

বহুদীপিনি দিবি শারদচন্দ্রে পররসভাজি চরাচরবৃন্দে।
দ্রাঘীয়সি তদ্রজনীযামে ধুন্বতি ধনুরদ্ভুত-নবকামে ॥ ২৪৩ ॥
সুরনরকিন্নরগন্ধর্বাদ্যৈর্বলিতে নির্মিতগীত-সুবাদ্যৈঃ।
নভসি রচিত-পুরুচিত্রবিতানে বিলসতি বহুবিধ-দিব্যবিমানে ॥ ২৪৪
সঙ্গীতক-পরপার-গতাভির্বহুবিধ-নৃত্যকলাঽতুলিতাভিঃ।
গৌরতনুচ্ছবি-ভরিত-হরিদ্ভিঃ কৃষ্ণসুধাব্ধি-প্রীতি-সরিদ্ভিঃ ॥ ২৪৫ ॥
নাট্যোচিত-ভূষণবসনাভিঃ কটিতটবদ্ধ-রসনাভিঃ।
হর্ষোৎপুলকিত-তনুলতিকাভিঃ চিত্রারুণ-নব-কঞ্চুলিকাভিঃ ॥ ২৪৬ ॥
জঘনান্দোলিত-বেণিলতাভিঃ রত্নতিলক-রঞ্জিতভালাভিঃ।
সমণি-কনকমৌক্তিক-নাসাভিঃ মৃদুল-কপোলবিচলদলকাভিঃ ॥ ২৪৭ ॥

---

(২৪৩) আকাশে শারদচন্দ্র নিরতিশয় উজ্জ্বলালোকমালায় উদ্দীপিত হইয়াছে—স্থাবরজঙ্গম অত্যুৎকৃষ্ট (শৃঙ্গার) রসে উন্মাদিত হইতেছে। সেই রাসরজনীর যামসকল (চারিটী প্রহর) অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং অদ্ভুত নবমদন পুষ্পধনুতে বাণযোজনা করিলেন। (২৪৪) দেব, নর, কিন্নর ও গন্ধর্বাদি সম্মিলিত হইয়া সুসঙ্গীত ও সুবাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেছেন আকাশে বহুচিত্রিত বিতান (চাঁদোয়া) রচিত হইয়াছে এবং বহুবিধ দিব্য বিমান শোভা পাইতে লাগিল। (২৪৫) যাঁহারা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী, বহুবিধ নৃত্যকলাতেও নিরুপমা, নিজেদের গৌরবর্ণ দেহকান্তিতে দশদিক্ আলোকিত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণরস-সুধাসমুদ্রের প্রীতি-নদীস্বরূপা; (২৪৬) যাঁহারা নাট্যোপযোগী বসনভূষণাদি পরিধান করিয়াছেন—কটিতটে গাঢ়ভাবে রসনা (মেখলাদাম) বন্ধন করিয়াছেন—হর্ষাতিরেকে যাঁহাদের দেহলতায় উচ্চপুলকাবলি শোভা করিতেছে এবং যাঁহারা অরুণবর্ণ নবকঞ্চুলিকা ধারণ করিয়াছেন; (২৪৭) যাঁহাদের

মুক্তাপঙ্ক্তিদ্যুতি-দশনাভিঃ সুরচির-চিবুক-দন্তবসনাভিঃ।
মুষ্টিমেয়-কৃশতর-মধ্যাভিঃ স্মরনৃপ-সিংহাসনজঘনাভিঃ ॥ ২৪৮ ॥
বদ্ধপরস্পর-চারুকরাভিঃ কঙ্কণগণঝঙ্কৃতিরুচিরাভিঃ।
ভ্রাজদ্‌গ্রৈবেয়ক-হারাভি শ্চরণ-রণিত-মণিমঞ্জীরাভিঃ ॥ ২৪৯ ॥
ব্রজনগরোজ্জ্বল-বরতরুণীভি র্নির্ম্মল-হরিরসমণিবরখনিভিঃ।
যুগযুগমধ্যে স্মরসংরম্ভিশ্রীমন্নাগর-কণ্ঠধৃতাভিঃ ॥ ২৫০ ॥
দ্বিদ্বিমধ্যহরিমণিপরিরম্ভি স্বর্ণমণিকৃতদাম-নিভাভিঃ।
রচিতেঽত্যদ্ভুত-মণ্ডলরাজে বর্ষতি কুসুমং সিদ্ধসমাজে।
রাধাকৃষ্ণোন্মদরসভাসঃ প্রাদুরাস পরমাদ্ভুত-রাসঃ ॥ ২৫১

নিতম্বদেশে বেণীলতা আন্দোলিত হইতেছে—রত্নতিলকে ললাটপটল রঞ্জিত হইয়াছে—যাঁহাদের নাসায় মণিসহিত মুক্তা দুলিতেছে এবং যাঁহাদের কপোলদেশে অলকদাম (কুঞ্চিত কেশকলাপ) মৃদুমন্দগতিতে চলিতেছে—(২৪৮) যাঁহাদের দন্তপংক্তি হইতে মুক্তারাশির জ্যোতি নির্গত হইতেছে—যাঁহাদের চিবুক ও ওষ্ঠদেশ সুরুচির, মধ্যদেশ মুষ্টিগ্রাহ্য ও কৃশতর এবং যাঁহাদের জঘন-প্রদেশ স্মরনৃপের (কামরাজের) সিংহাসন-সদৃশ, (২৪৯) যাঁহাদের সুচারু করকমল পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছে—যাঁহাদের কঙ্কণসমূহের ঝনৎকারে মনোজ্ঞতা ধারণ করিয়াছে—যাঁহাদের কণ্ঠদেশে গ্রৈবেয়ক হার বিরাজমান এবং চরণে মণিময় মঞ্জীর ধ্বনি করিতেছে; (২৫০) নির্ম্মল হরিরসমণির (বিশুদ্ধ শৃঙ্গার রসের) শ্রেষ্ঠখনি (আকর)-স্বরূপা ব্রজমণ্ডলের সেই উজ্জ্বল বরাঙ্গনাগণ প্রতি দুই দুইজন মধ্যস্থ কামাবিষ্ট-চিত্ত পরম-নাগরমণি-কর্ত্তৃক ধৃত-কণ্ঠ হইলেন। (২৫১) মধ্যবর্ত্তী দুই দুইটি ইন্দ্রনীলমণিকর্ত্তৃক গ্রথিত স্বর্ণমণি-সমূহদ্বারা গঠিত হারস্বরূপে সেই গোপীগণ-বিরচিত অতি অদ্ভুত রাসমণ্ডলবরে

রতিরসপরসীমশ্রীতনো রাধিকায়া
শ্চরণকমল-লব্ধপ্রৌঢ়তাদাত্ম্যভাবৈঃ।
ব্যরচি রুচির-রাসশ্চিত্রতত্তৎকলৌঘৈ
র্ব্রজনব-তরুণীনাং মণ্ডলৈ র্মাধবেন ॥ ২৫২ ॥

অথ সংববৃধে সোঽদ্ভুতরাসঃ প্রোন্মদ-মদনকোটীকৃতহাসঃ।
উন্মদরাধিক উন্মদকৃষ্ণঃ প্রোন্মদযুবতিগণোন্মদতৃষ্ণঃ ॥ ২৫৩ ॥
সকলনিগমগণ-সুচমৎকারঃ সকলেশ্বরগণ-রচিতবিচারঃ।
পরমাশ্চর্য্য-প্রেমবিকারঃ পরমানন্দ-মহোৎসবসারঃ ॥ ২৫৪ ॥
কৃষ্ণরসৈকস্ফুরদুল্লাসঃ পরমাকাশ-গতধ্বনিভাসঃ।
দশদিক্প্রস্মর-বরপটবাসঃ পরমমহাপরিমল-ভরিতাশঃ ॥ ২৫৫ ॥

সিদ্ধগণ কুসুমবর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উন্মদরসবহুল পরমাদ্ভুত রাস-ক্রীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল।

(২৫২) যাঁহার দেহ রতিরসের পরমাবধি (একশেষ) সুষমা ধারণ করিয়াছে—সেই শ্রীরাধিকার চরণ-কমলের প্রৌঢ় তাদাত্ম্য-ভাবপ্রাপ্ত বিচিত্র ও কলারসময়ী ব্রজযুবতীগণকে লইয়া মাধব মনোহর রাস রচনা করিলেন।

[২৫৩-২৬৮] তৎপরে সেই অদ্ভুতরাস সংপ্রবৃত্ত হইল। কোটি কোটি মদন প্রোন্মদ হাস্য করিতে লাগিল; ঐ রাস রাধিকাকে উন্মত্ত করিল, কৃষ্ণকে উন্মত্ত করিল আর প্রোন্মত্তা যুবতীগণও উন্মদতৃষ্ণাভরে বিচলিত হইলেন। (২৫৪) যাহাতে বেদসমূহেরও মহাচমৎকার বোধ হয়—যে বিষয়ে ঈশ্বর (গোপীশ্বর) গণও বিবিধ বিচার করেন—যাহার স্মরণেও পরমাশ্চর্য্য প্রেমবিকার উপস্থিত হয়—সেই পরমানন্দকন্দ রসোৎসবের সারই হইতেছে এই **রাস**। (২৫৫) কেবলমাত্র কৃষ্ণরসেরই উল্লাস সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে—তুমুলধ্বনি উঠিয়া মহাকাশকেও ভরিয়া ফেলিল—দিকে দিকে

ভূষণবসন-তনুচ্ছবিবর্ষ-প্রোল্লসদখিলভুবনরতিহর্ষঃ।
কেলিচমৎকৃতি-পরমোৎকর্ষঃ সকলপুমর্থ-প্রথিত-নিকর্ষঃ ॥ ২৫৬ ॥
সরভসচক্রভ্রমণ-বিলাসঃ স্মরবশ-যুবতি-পরস্পরহাসঃ।
প্রকটোন্মদ-নবমন্মথকোটিঃ প্রকটমহাদ্ভুতরতি-পরিপাটিঃ ॥ ২৫৭ ॥
কিঙ্কিণি-নূপুর-বলয়-ঘটানাং বীণা-বেণু-তাল-মুরজানাং।
প্রেমোত্তার-মধুরতরগান-প্রণয়িসমুত্থিত-তুমুলস্বানঃ ॥ ২৫৮ ॥
গগনস্থগিত-সগণশরদিন্দুঃ স্তম্ভিত-সূরসুতাদিকসিন্ধুঃ।
সুখ-বিহ্বল-খগমৃগপশুজাতিঃ পুলকবলিত-তরুবল্লীবিততিঃ ॥ ২৫৯ ॥
দ্রবময়-বিগলদ্‌গিরিপাষাণঃ সরস-পবনকৃত-সখ্যভিমানঃ।
মূর্চ্ছিত-মুক্তনীবি-সুরবনিতঃ খচরবৃষ্টকুসুমোঘৈর্নিচিতঃ ॥ ২৬০ ॥

মহাপটবাস (কুঙ্কুমাদিচূর্ণ) প্রস্তুত হইল—অহো! পরম মহাসুগন্ধিতে দশ দিক আমোদিত হইল!! (২৫৬) ভূষণে, বসনে ও দেহকান্তি-ধারায় নিখিলভুবনে সুরতানন্দই বিজয় করিতে লাগিল! কেলি-চমৎকারের পরমোৎকর্ষ বিরাজিত হইল এবং ইহাতেই নিখিল পুরুষার্থের পরম সন্নিবেশ হইল। (২৫৪) সবেগে চক্রভ্রমণবৎ বিলাস হইতে লাগিল। কামবশবর্ত্তী যুবতিগণ পরস্পর হাস্য করিতে লাগিলেন। উন্মত্ত নব কোটি কোটি মন্মথ প্রকটিত হইল এবং মহাদ্ভুত রতি-পরিপাটিও প্রকট হইল। (২৫৮) কিঙ্কিণি, নূপুর ও বলয় নিক্কণে—বীণা, বেণু, করতাল ও মৃদঙ্গাদির ধ্বনিতে, প্রেমভরে মহামধুরতর সঙ্গীতে, প্রণয়িনী গোপীগণকর্ত্তৃক তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল (২৫৯) আকাশে গণ-সহিত শারদচন্দ্র স্থগিত হইল—যমুনা মানসগঙ্গাদি নদী সমূহের গতিস্তম্ভন হইল—বিহঙ্গ ও মৃগাদি পশুজাতিও সুখভরে বিহ্বল হইল এবং তরুলতাসকলও পুলকাঞ্চিত হইল। (২৬০) গিরিরাজের পাষাণ-

প্রোচ্ছলদতুলমহারসজলধি র্ভগ্নমুনীশ্বর-পরমসমাধিঃ ।
কেলিকলোৎসব-পরমপ্রথিমা কৃষ্ণপ্রেম-সমুন্নতি-সীমা ॥ ২৬১ ॥
স্মরোন্মদৈ র্গোকুলসুন্দরীগণৈঃ সমুত্থিতো রাস-বিলাসসংভ্রমঃ ।
সীমা পরা প্রেমচমৎকৃতীনাং স কোঽপি রাধারসিকস্য জীয়াৎ ॥ ২৬২ ॥
তাসাং রাসরভস-বশমনসাং বিপুল-পুলক-পরিপূরিত-বপুষাং ।
প্রিয়পরিরম্ভোন্মাদ-মদনানাং কিমপি ন সংবৃত-কুচবসনানাং ॥ ২৬৩ ॥
মুক্তবেণি বিগলৎকুসুমানাং তরলিতমুক্তাবলি-রসনানাং ।
প্রচলিত-কুণ্ডলগণ্ডতটানাং বিশ্লথনীবি-প্রকট-জঘনানাং ॥ ২৬৪ ॥

সমূহও দ্রবময় হইয়া বিগলিত হইতেছে—সরস পবন তখন সখ্যভিমান প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ সময়ানুকুল মৃদুমন্দ সুশীতল ও সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে)—দেববনিতাগণ মূৰ্চ্ছিত হইয়া নীবীবন্ধনচ্যুত হইলেন এবং আকাশচারীগণ কুসুমবর্ষা করিয়া রাসমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিতেছেন। (২৬১) অতুলনীয় মহারসসাগর প্রোচ্ছলিত হইতেছে—মুনীশ্বরদের পরম সমাধি ভগ্ন হইতেছে—কেলিকলার উৎসবের বিশালতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সমুন্নতিরও চরমাবধি প্রাপ্ত হইতেছে। (২৬২) কামোন্মত্তা গোকুলযুবতীগণের সহিত রাধা-রসিক শ্যামসুন্দরের এই অপূর্ব্ব রাসবিলাসাবেশ চমৎকৃতির পরম সীমা-রূপে জয়যুক্ত হউক। [২৬৩-২৬৮] গোপীদের মন কেবল রাসরভসের বশবর্ত্তী হইল—তাঁহাদের দেহ বিপুল পুলকজালে পরিপূরিত হইল—প্রিয়তমের পরিরম্ভণ (আলিঙ্গন) লাভে তাঁহাদের মদনাবেশ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং তাঁহারা কুচাবরণবসন বিগলিত হইলেও তাহার আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। (২৬৪) মুক্তবেণীসমূহ হইতে কুসুমরাশি বিগলিত হইতেছে—মুক্তাবলি এবং কাঞ্চীদাম চঞ্চল হইয়াছে—গণ্ডতটে কুণ্ডলদ্বয় সবেগে দুলিতেছে এবং

ক্রটিতচারু-কুচকঞ্চুলিকানাং ছিন্নমাল্য-মণিহারসরাণাং।
শ্রমজল-পূরিত-সকলতনূনাং ম্লিষ্টবিলেপাঞ্জনতিলকানাং॥ ২৬৫ ॥
প্রিয়তম-পরিচুম্বিত-বদনানাং প্রিয়তম-নখরোল্লিখিত-কুচানাং।
প্রিয়তম-ভুজযুগ-কলিত-গলানাং প্রিয়তম-মৃষ্টশ্রমসলিলানাং॥ ২৬৬ ॥
রাধা-সন্ধিত- কঞ্চুলিকানাং রাধা-গ্রথিত-রুচির-নীবীনাং।
রাধাস্নেহৈকাত্মধনানাং শতগুণবৰ্দ্ধি-পরমসুষমাণাং॥ ২৬৭ ॥
মাধব-মধুরাধর-মধুপানাং মুহুরতিদুৰ্দ্ধর-মদনমদানাং।
পরকাষ্ঠাং গত উন্মদ-ললিতঃ কোঽপি সুখাম্ভোনিধিরুচ্ছলিতঃ॥ ২৬৮ ॥

তাঁহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইলে জঘনদেশ প্রকটিত (প্রকাশিত) হইল। (২৬৫) কুচযুগলের আবরণ-রূপ সুচারু কঞ্চুলিকা ক্রটিত (ছিন্ন) হইল—মাল্য-সমূহ মণিহারাদিও ছিন্ন ভিন্ন হইল—শ্রমজলে তাঁহাদের সর্বাঙ্গ পূরিত হইল এবং অঙ্গরাগ, অঞ্জন ও তিলকাদি ম্লান (বিলুপ্ত) হইল। (২৬৬) তাঁহাদের বদন প্রিয়তম-কর্তৃক পরিচুম্বিত হইল—কুচযুগল প্রিয়তমের নখরাঘাতে ক্ষত হইল—প্রিয়তমের ভুজযুগলদ্বারা তাঁহাদের গলদেশ গৃহীত হইল এবং প্রিয়তম তাঁহাদের শ্রমজলরাশি মার্জন করিয়া দিলেন। (২৬৭) শ্রীরাধাই তাঁহাদের কঞ্চুলিকা-সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন—শ্রীরাধা তাঁহাদের রুচির নীবী বন্ধন করিলেন—শ্রীরাধার স্নেহই তাঁহাদের মহাধন এবং ইহাতেই তাঁহাদের সুষমা শত শত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। (২৬৮) মাধব তাঁহাদের মধুর অধরের মধুপান করিলেন—মুহুর্মুহু তাঁহাদের মদনাবেশ অতি দুৰ্দ্ধৰ্ষভাব ধারণ করিল। অহো! চরমাবধিপ্রাপ্ত উন্মাদনাদায়ক ও অতিমনোজ্ঞ কোনও এক (অনির্ব্বাচ্য) সুখসমুদ্র উচ্ছলিত হইল !!

গায়ন্তীনাং দয়িত-মিথুনং সানুরাগৈঃ স্বরাগৈ
নৃ ত্যন্তীনাং প্রমদমদনোদ্দামলীলাকলাভিঃ।
শ্রীরাধায়াশ্চরণ-কমল-স্নেহতাদাত্ম্যভাজাং
রাসক্রীড়া সুখমনুপমং বল্লবীনাং বভুব ॥ ২৬৯ ॥
তত্র যদা সুরতৈকসতৃষ্ণৌ মণ্ডলমধ্যে রাধাকৃষ্ণৌ।
মিলিতৌ ননৃততুরথবা ক্রমশঃ কোঽপি তদাসীদ্রাসে সুরসঃ ॥ ২৭০ ।
বাদ্যগীতপর-যুবতীবৃন্দে পূর্ণচমৎকৃতি-পরমানন্দে।
তদদর্শয়ত সুনাগরমিথুনং স্বস্ব-সুশিক্ষা অধিরসনটনং ॥ ২৭১ ॥
রাধা-তৎপ্রিয়য়োরভবং স্তা একৈকাঙ্গে ভুতরসবলিতাঃ।
চলন-বিভঙ্গীরতি-সুবিচিত্রা বীক্ষ্য বীক্ষ্য চিরমনুকৃতচিত্রাঃ ॥ ২৭২ ॥

---

(২৬৯) তাঁহারা অনুরাগভরে সুন্দর সুন্দর রাগরাগিণী আলাপ করিয়া যুগলকিশোরের কীর্ত্তিগাথা গান করিতেছেন—প্রমদ মদনের আবেশে তাঁহারা অপরিসীম লীলাকলাদি প্রকটন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীরাধার চরণকমলের স্নেহভরে তাদাত্ম্য (একান্ত) ভাব-প্রাপ্তি করিয়াছেন। অহো! গোপীদের সেই রাসক্রীড়া নিরুপম সুখের নিদানই হইয়াছিল!!

(২৭০) অনন্তর যখন সুরতৈকলালস রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া অথবা ক্রমশঃ সেই মণ্ডলমধ্যে নৃত্য করিলেন—তখন রাসে মহারস প্রকটিত হইল। (২৭১) গোপীগণ বাদ্য-গীতে তন্ময় হইলে এবং (রাসমণ্ডলে) পূর্ণচমৎকারময় পরমানন্দ বিরাজমান হইলে সেই মনোমোহন নাগরদ্বয় রসভরে নৃত্যবিস্তায় নিজ নিজ সুশিক্ষা দর্শন করাইলেন। (২৭২) রাধা এবং তৎপ্রিয়তম কৃষ্ণের এক এক অঙ্গের অতিশয় সুবিচিত্র চলন-বিভঙ্গী দর্শন করিয়া করিয়া তাঁহারা অদ্ভুতরস-যুক্তা হইলেন এবং বহুক্ষণ যাবৎ চিত্রপুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিলেন। (২৭৩)

সঙ্গীতক-বহুভঙ্গীসারং কমপি বিহারং পরমোদারং।
রাধা-তন্নাগরয়োর্মধুরং দৃষ্ট্বামূর্চ্ছদ্ বনমপি সুচিরং ॥ ২৭৩ ॥
রসময়-নৃত্যকলাদ্ভুতসঙ্গী তুঙ্গিত-নবরতি-রঙ্গতরঙ্গী।
রাধা-মাধবয়োর্রতিললিতঃ কোঽপি বিলাসঃ সমভূদুদিতঃ ॥ ২৭৪ ॥
অলকচিবুক-কুচ-করসংস্পর্শী নীবিধরণমধরামৃতকর্ষী।
পরমচিত্রপরিরম্ভণচুম্বং শুশুভে তল্ললিতং রসজৃম্ভং ॥ ২৭৫ ॥
মূর্চ্ছিতমলুঠদ্ গোপীবৃন্দং মূর্চ্ছিতমপতৎ খগপশুবৃন্দং।
মূর্চ্ছামাপ লতাতরুবৃন্দং সর্বমমূর্চ্ছত্তত্র রসান্ধং ॥ ২৭৬ ॥
অথ রসিকেন্দ্রঃ শ্রিতনিজকান্তঃ স্তুতুমুল-রাসক্রীড়াশ্রান্তঃ।
অবিশদ্ বারি সগোপীবৃন্দঃ করিণীগণবৃত ইব কলভেন্দ্রঃ ॥ ২৭৭ ॥

রাধা এবং তাঁহার নাগরের সঙ্গীতের বহুভঙ্গীসার এবং পরমরমণীয় মধুর অনির্বাচ্য বিহার দর্শন করিয়া বৃন্দাবন ও (তত্রত্য স্থাবরজঙ্গমাদিও) বহুক্ষণযাবৎ মূর্চ্ছিত রহিল। (২৭৪) তখন রসময় নৃত্যকলার অদ্ভুত সাহচর্য্যে অত্যুদ্দাম নবসুরত-রঙ্গদ্বারা তরঙ্গায়িত হইয়া রাধামাধবের অতিমোহন কোনও (অনির্বচনীয়) বিলাস সমুদিত হইল; (২৭৬) অলক (কুঞ্চিত-কেশকলাপ), চিবুক ও কুচ-মণ্ডলাদিতে কর-স্পর্শ হইতে চলিল—নীবিধারণ ও অধরামৃতের আকর্ষণ হইতে লাগিল; পরম বিচিত্র পরিরম্ভণ (আলিঙ্গন) ও চুম্বনাদি চলিতে লাগিল; আর সেই রসবিলাসও ক্রমশঃ সুন্দরতর হইতে চলিল। (২৭৬) গোপীবৃন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিলেন—পশুপক্ষিগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল—বৃক্ষলতাদিও মূর্চ্ছিত হইল; অধিক কি বলিব? তত্রত্য সকলেই রসান্ধ হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইল। (২৭৭) তৎপরে রসিকরাজ নিজকান্তামণির সহিত স্তুতুমুল-রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া গোপীবৃন্দ-সমভিব্যাহারে করিণীগণ-বেষ্টিত

তত্র রচিত-পরমাদ্ভুতকেলিঃ শুশুভে স রসিক-মণ্ডলমৌলিঃ।
রাধাপক্ষব্রজযুবতীভিঃ পর্য্যক্ষিত উদ্বসিতমুখীভিঃ ॥ ২৭৮ ॥
ক্রীড়িত্বা বহু সলিলোত্তীর্ণঃ পুনরন্যাম্বর-ভূষণপূর্ণঃ।
কুঙ্কুমলিপ্তঃ প্রিয়য়া দীপ্তঃ কুঞ্জশয়নমধি স সুখং সুপ্তঃ ॥ ২৭৯ ॥
এবমপরাং শারদরজনীরখিলা এব ব্রজনবতরুণীঃ।
আনীয়ারচি রাধাপতিনা রাসো নবনব-রতিবশ-মতিনা ॥ ২৮০ ॥
পরমরস-সমুদ্রোজ্জৃম্ভণস্যাতিকাষ্ঠা পরম-পুরুষলীলারূপশোভাতিকাষ্ঠা।
পরমবিলসদাদ্য-প্রেমসৌভাগ্যভূমা জয়তি পরপুমর্থোৎকর্ষসীমা স রাসঃ ॥
শুদ্ধভাবস্পৃহাবত্যা মত্যা কৃষ্ণৈকদত্তয়া।
অদ্ভুতোঽয়ং ময়া রাসপ্রবন্ধঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ ২৮২ ॥

মত্তকরিবরের ন্যায় জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (২৭৮) সেই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি পরমাদ্ভুত কেলিবিলাসাদির রচনা করিয়া শোভা বিস্তার করিলেন। জলের দিকে মুখ করিয়া রাধাপক্ষবর্ত্তিনী ব্রজনারীগণ তাঁহাকে উত্তমরূপে সিঞ্চিত করিলেন। (২৭৯) বহুবিধ জলক্রীড়া করিয়া শ্যামসুন্দর জল হইতে তীরে উঠিয়া পুনর্বার অন্য বস্ত্র-ভূষণাদি পরিধান করিলেন—অঙ্গে কুঙ্কুম বিলেপন করিয়া প্রিয়ার সহিত শোভিত হইয়া কুঞ্জমধ্যে সুখশয্যায় শয়ন করিলেন। (২৮০) এইভাবে অনন্ত শারদরজনী নিখিল ব্রজনবযুবতীগণকেই আকর্ষণ করত শ্রীরাধা-বল্লভ নবনব-রতিরস-বশবর্ত্তী হইয়া রাস রচনা করিলেন। (২৩১) সেই রাস —পরমরসসাগরের প্রকাশশীল চরমাবধি; পরমপুরুষের লীলা, রূপ ও শোভার চরমাবধি; পরম বিলাসময় আদ্য [শৃঙ্গার] প্রেম ও সৌভাগ্যাতিশয়-ব্যঞ্জক এবং পরম পুরুষার্থ-শিরোমণির সীমারূপে জয়যুক্ত হউক।

[২৮২] শুদ্ধভাব-স্পৃহাশীলা ও শ্রীকৃষ্ণেই অনন্যনিষ্ঠা মতিদ্বারা এই অদ্ভুত রাস

যথাস্ফূর্ত্তি ময়া রাসবিলাসো রাধিকাপতেঃ।
বর্ণিতঃ স্বমুদে তেন মুদিতাঃ সন্তু সাধবঃ ॥ ২৮৩ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধসরস্বতী-বিরচিতঃ—
আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ ॥

ইমং রাসপ্রবন্ধং যো গায়েৎ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
লুঠন্তি তৎপদতলে পুমর্থাঃ সর্ব্ব উত্তমাঃ ॥ ২৮৪ ॥

প্রবন্ধ মৎকর্ত্তৃক প্রকটীকৃত হইল।

[২৮৩] স্ফূর্ত্তি-অনুসারে আমি শ্রীরাধারমণের এই রাসবিলাস নিজের আনন্দের জন্য বর্ণনা করিলাম। ইহাতে সাধুগণও আনন্দ লাভ করুন।

[২৮৪] কৃষ্ণানুরক্তচিত্ত যে ব্যক্তি এই রাসপ্রবন্ধ গান করিবেন, তাঁহার পদতলে সকল উত্তমপুরুষার্থ ই লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিবে।

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত আশ্চর্য্যরাস প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ ॥

হরি-গিরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
'রাসপ্রবন্ধের' ভাষা কৈল দাস হরিদাস ॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরবে সমর্পণমস্তু।

শ্রীধাম নবদ্বীপ 'হরিবোলকুটীরতঃ' প্রকাশিতঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ।

১।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ	২॥০	২১	মুক্তাচরিতের পয়ারে অনুবাদ	১৲
২।	*শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতং	১০	২২।	শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী	১৲
৩।	আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ	৸০	২৩।	শ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্	১৲
৪।	*শ্রীগোপালতাপনী (টীকাদ্বয়) }	॥৶	২৪।	*ছন্দঃকৌস্তুভঃ	॥৶০
৫।	*শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ }		২৫।	*শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী	।৶০
৬।	শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যং	৸০	২৬।	দুর্লভসার	॥০
৭।	*শ্রীসামান্যবিরুদাবলীলক্ষণং }	॥৶০	২৭।	পরতত্ত্বগৌর	৸০
৮।	*শ্রীগোপালবিরুদাবলী }		২৮।	কাব্যকৌস্তুভঃ	১৲
৯।	শ্রীমাধবমহোৎসবং মহাকাব্যম্	৪৲	২৯।	শ্রীগোবিন্দ-রতিমঞ্জরী	॥০
১০।	রাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা	৸০	৩০।	দশশ্লোকীভাষ্য	১০
১১।	ধাতুসংগ্রহঃ	৶০	৩১।	সাধনদীপিকা	১॥০
১২।	শ্রীযোগসারস্তবটীকা	।০	৩২।	নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা	।০
১৩।	শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ	১৲	৩৩।	আর্য্যাশতকম্	॥০
১৪।	*শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী	২॥০	৩৪।	গৌরচরিতচিন্তামণি	১৲
১৫।	শ্রীনিকুঞ্জকেলী-বিরুদাবলী	॥৶	৩৫।	গীতচন্দ্রোদয়	২॥০
১৬।	শ্রীসুরতকথামৃতং	॥০	৩৬।	শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশঃ	১॥০
১৭।	*শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা	।৶০	৩৭।	†সঙ্গীতমাধব	২৲
১৮।	*শ্রীদানকেলিচিন্তামনি	।৶০	৩৮।	§মুরারিগুপ্তের কড়চা (সানুবাদ)	২॥০
১৯।	সিদ্ধান্তদর্পণঃ	॥৶০	৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
২০।	ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী	।৶০	৪০।	শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসাহিত্য	৮৲

* নিঃশেষ হইয়াছে। † শ্রীধাম নবদ্বীপ রাধারমণবাগে প্রাপ্তব্য।

§ কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য